CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 12 January, 2020 ■ আগরতলা, ১২ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ২৬পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শাহরিয়ার আলমের ভারত সফর বাতিল

মনির হোসেন ■ ঢাকা
অভিজিৎ রায় চৌধুরী ■ নয়াদিল্লি

১১ জানুয়ারি।। এবার ভারত সফর বাতিল করলেন বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। আগামী ১৩-১৪ জানুয়ারি ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয় আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন রাইসিনা সংলাপে আমন্ত্রিত ছিলেন তিনি। তবে, বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রক এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত যাওয়ার কারণেই বিদেশ প্রতি মন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ভারতে যেতে পারছেন না।

প্রসঙ্গত, ভারতের নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) নিয়ে বিতর্ক তৈরির পর এ নিয়ে বাংলাদেশের চার মন্ত্রীর দিল্লি সফর বাতিল হলো।এসব সফর বাতিল নিয়ে মুখ খোলেনি ভারত সরকার। অভ্যন্তরীণ ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে সফরগুলো বাতিলের কথা জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ বিদেশ প্রতিমন্ত্রীর ভারত সফর বাতিলের কারণ সম্পর্কে ঢাকার বিদেশ মন্ত্রক এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছে, প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ভারতে যাচ্ছেন না। তিনি ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত যাবেন।

উল্লেখ্য, চার দিনের সরকারি সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাত যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওই সফরেই মধ্যপ্রাচ্যের দূতদের আগামী দিনের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা দিতে ১৩ জানুয়ারি দূত সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গত মাসে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এর ভারত সফর বাতিল হয়। এর এক সপ্তাহ পরই দুই দেশের নদী কমিশনের বৈঠকও বাতিল হয়।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি নিয়ে দুই দেশের মধ্যেও একটা উত্তেজনাকর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলকাতায় শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সৌজন্যমূলক আলোচনা করছেন পঃবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ছবি- পিআইবি।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক সেড়েই এনআরসি বিরোধী মঞ্চে মমতা

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.)।। শহরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ওল্ড কারেন্সি ভবনে অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ধরনা মঞ্চে উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রাজভবনে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সোজা ধরনা মঞ্চে যান মুখ্যমন্ত্রী। রানী রাসমণি এভিনিউতে গিয়ে একইভাবে চেনা সুরে নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসি প্রতিবাদে সামিল হলেন তিনি।

এদিন মঞ্চ থেকে ফের একবার তিনি এনআরসি ও সিএএ বাতিলের দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। জানালেন, 'নাগরিকত্ব বিল কার্যকর করার যে নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে, সেটা শুধু খাতা-কলমেই থাকবে, মানুষ না চাইলে তা কার্যকর হবে না। এই আইন অসাংবিধানিক, অমানবিক''উ মমতা আরও বলেন, 'আমরা বাংলা থেকে প্রতিবাদ শুরু করেছি। এনআরসি ও সি এ নিয়ে প্রথম বাংলা থেকে আন্দোলন শুরু হয়েছে। আর সেই বাংলা থেকে আমরা দেখিয়ে দেবো যে আমরাও পারি। পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবো।'

এদিন মমতা নাম না করে বামপন্থীদের কটাক্ষ করে বলেন, 'যারা জাতীয় নাগরিক পঞ্জী ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে ঘোলা জলে মাছ ধরার মতো আন্দোলন করছেন তারা বিজেপির দালাল। আমি তাদের সাথে নেই।' মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, 'কেউ দুটো বাসে আগুন লাগিয়ে যদি ভাবে আন্দোলন, তবে সেটা আন্দোলন নয়। ওটা আন্দোলন নষ্ট করার ধান্দা।' এর পরেই তিনি সুপ্রিম কোর্ট যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নির্দেশ দিয়েছে সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট বলেছে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতেঊ আমরা সেইমত শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করছিঊ আমাদের মতো শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করুন। একটু হাঁটুন, মেদ ঝরান, চিৎকার করুন।' ''সাচ্চা দিল' নিয়ে আন্দোলন করলে জিত হবেই'' বলেও আবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

গতকাল কেন্দ্রে থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে এনআরসি নিয়ে। এদিন ধর্না মঞ্চে সেই বিজ্ঞপ্তি উপর লাল দাগ দিয়ে কেটে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই নয়া নাগরিকত্ব আইন ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জী বাতিলের ডাক দেন। জানান, 'গতকাল জেদ করে যে নোটিফিকেশন পাঠিয়েছে কেন্দ্র তা দেশের মানুষ না চাইলে লাগু হবে না। গণতান্ত্রিক দেশে কখনই অমানবিকতার ভিত্তিতে এই আইন প্রণয়ন হবে না। গেম বেআইনি বলে মনে করি।' অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সংসদে মেজরিটি আছে বলে এই আইন পাস করবে তা মেনে নেওয়া যায় না। লাগালাগির ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন হবে না। কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি ছিঁড়ে ফেলেছি। অধিকার ছিনিয়ে নিতে দেবোনা'।

বাম আমলের ২৫ বছরে ১০টি, এখন ২১ মাসেই সাতটি কলেজ লাভ করেছে ন্যাক অনুমোদন, দাবি শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। বাম জমানায় ২৫ বছরে ১০টি কলেজ ন্যাক-এর অনুমোদন পেয়েছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর মাত্র ২১ মাসে সাতটি কলেজ ন্যাক-এর অনুমোদন পেয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির বিবরণ দিতে গিয়ে এই তথ্য দিয়েছেন ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, আরও পাঁচটি কলেজের ন্যাক অনুমোদন পাওয়া বাকি। তবে খুব শীঘ্রই ওই কলেজগুলিও ন্যাক-এর অনুমোদন পেয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান ত্রিপুরা সরকার শিক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। সমাজ গঠনে এবং রাজ্যের উন্নয়নে শিক্ষার জুড়ি মেলা ভার। তাই শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোনও আপস করবে না রাজ্য, দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের ২৫ বছরের শাসনে ১০টি কলেজ ন্যাক-এর অনুমোদন পেয়েছিল। সে তুলনায় ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ২১ মাসেই সাতটি কলেজ ন্যাক-এর অনুমোদন আদায় করতে পেরেছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় এখন সর্বমোট ১৭টি কলেজের ন্যাক অনুমোদন রয়েছে। তিনি জানান, খুমূলুঙ, গণ্ডাছড়া, লংতরাইভ্যালি, অমরপুর এবং শান্তিরবাজার কলেজ ন্যাক অনুমোদন এখনও পায়নি। তবে খুব শীঘ্রই ওই কলেজগুলির ন্যাক অনুমোদন পাওয়া যাবে বলে, আশা প্রকাশ করেন তিনি। জানান, স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় ন্যাক-এর ''বি'' গ্রেড পেয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল রেঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক-এ ত্রিপুরা কখনও নথিভুক্ত হয়নি। তার কারণ অনুসন্ধানে দু মাস আগে বৈঠক করেছি। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ত্রিপুরাকে তার অধীনে নথিভুক্ত করেছি।

কৈলাসহরে গৃহবধূর আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ জানুয়ারি।। আবারো এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করলো। ঘটনা কৈলাসহরের মহিলা থানার অন্তর্গত কাশীশাসন চা বাগান এলকায়। মিগনী বাগ্য নামে পঁচিশ বছরের এক গৃহবধূ গতকাল রাতে বিষ পান করে নিজ বাড়িতেই আত্মহত্যা করে। মিগনীর স্বামী গতকাল বিকালেই অন্য এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল। মিগনী এবং মিগনীর স্বামী দুজনই বাগান শ্রমিক। ওদের সাত বছরের এক সন্তান রয়েছে। সকালে এলাকার মানুষের খবর পেয়ে মহিলা থানার পুলিশ গিয়ে মিগনীকে কৈলাসহরের উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত ডাক্তার মিগনীকে মৃত বলে ঘোষণা করে। দুপুরে কৈলাসহর মহকুমার ডিসিএম রূপক ভট্টাচার্য এবং কৈলাসহর মহিলা থানার এসআই শিবানী দেববর্মার সামনে ময়না তদন্ত হয়। মৃত মিগনী বাগ্য-এর বাপের বাড়ি ছিল কুমারঘাটের নটিংছড়া চা বাগানে। কৈলাসহর মহিলা থানা একটি ইউ. ডি কেইস নিয়েছে। যদিও মৃত মিগনীর বাপের বাড়ি থেকে কাউকেই দায়ি করেনি এবং থানায় কোনো মামলা করেনি। তবে মিগনী এবং মিগনীর স্বামী যে চা বাগানে কাজ করত সেই চা বাগানটি বিগত মাস ধরে বন্ধ।

বিজেপি-র পাঁচ বিধায়কের তফশিলি জাতির শংসাপত্র জাল, বিস্ফোরক সুবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। আটজন তফশিলি জাতিভুক্ত বিধায়কের মধ্যে পাঁচজনের শংসাপত্র ভুয়ো। তাঁরা সকলেই বিজেপি বিধায়ক। শনিবার এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। খুব শীঘই ওইসব বিধায়কদের নাম প্রমাণ-সহ প্রকাশ্যে আনবেন, দাবি করেন তিনি।

শনিবার আগরতলায় জাল এসসি শংসাপত্রধারী বিধায়কদের বিধায়ক-পদ খারিজ এবং মন্ত্রিসভায় তফশিলি জাতির সদস্যের শূন্যপদ পূরণের দাবিতে মিছিল করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুবল ভৌমিক বলেন, ত্রিপুরায় তফশিলি জাতির ১০টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে। তার মধ্যে শাসকদল আটটি আসনে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। অথচ ২১ মাস হয়ে গেল তফশিলি জাতির একজন প্রতিনিধিকেও মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা এবং দেশের ইতিহাসে এই প্রথম তফশিলি জাতির প্রতিনিধি ছাড়া সরকার পরিচালিত হচ্ছে।

তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় জনসংখ্যার নিরিখে ১৭ শতাংশ তফশিলি শ্রেণিভুক্ত মানুষ রয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে এই সংখ্যা ২০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। সুবলবাবুর অভিযোগ, বিজেপি-র আটজন তফশিলি জাতির বিধায়কের মধ্যে পাঁচজনের শংসাপত্রই ভুয়ো। তার প্রমাণ নিয়ে তিনি শীঘ্রই হাজির হবেন, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, ওই পাঁচ বিধায়কের জাল শংসাপত্রের সমস্ত প্রামাণ্য তথ্য রয়েছে।

বিজেপি-র নয়া সভাপতির নাম ১৫ জানুয়ারির মধ্যে ঘোষণা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় বিজেপি-র নয়া সভাপতির নাম ১৫ জানুয়ারির মধ্যেই ঘোষণা হবে। সূত্রের খবর, সেই লক্ষ্যে চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। বিজেপি প্রদেশ সভাপতির দৌড়ে সাতজন রয়েছেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন নয়া সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

প্রসঙ্গত, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ত্রিপুরায় বিজেপি-র নতুন সভাপতি নির্বাচনের সূচি স্থির হয়েছিল। কিন্তু, এখন পর্যন্ত তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এদিকে, বিজেপি হাইকমান্ড ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সমস্ত রাজ্যে সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে-ক্ষেত্রে ত্রিপুরায়ও নতুন সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যে রাজ্যে বুথস্তর, মণ্ডল এবং জেলা সভাপতি নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে বিজেপি। শুধু সিপাহিজলা জেলা সভাপতি এখানও নির্বাচিত হননি। বিজেপি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

"মেড ইন ত্রিপুরা"-র স্লোগান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। এবার 'মেড ইন ত্রিপুরা'-র স্লোগান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণের জন্য ''মেড ইন ত্রিপুরা''র উদ্যোগ শুরু করা হবে বলে জানালেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ''মেক ইন ইন্ডিয়া''-র অনুকরণে ত্রিপুরায়ও এই ধরনের ভাবনা বাস্তবায়নের আহ্বান রেখেছেন তিনি। তাঁর কথায়, সঠিক উপায়ে ত্রিপুরায় উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধি করে রাজ্যের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা যাবে। শনিবার রাজধানীর প্রজ্ঞাভবনে প্রধানমন্ত্রী বনধন যোজনার উদ্বোধন করে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন দাবি করেন, জনজাতি অংশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে চলেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। সে-ক্ষেত্রে বনজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিনের শোষণ থেকে জনজাতি মানুষকে মুক্তি দিতে প্রচেষ্টা জারি রেখেছে ত্রিপুরা সরকার।

তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত যতগুলি প্রকল্প চালু করেছে সবগুলিতে সাফল্যের মুখ দেখেছে ত্রিপুরা। এ প্রসঙ্গে তিনি উজ্জ্বলা যোজনা, সৌভাগ্য যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত যোজনার সাফল্যের তথ্য তুলে ধরেন। উজ্জ্বলা প্রকল্পে ৯০ শতাংশ সাফল্য পেয়েছে রাজ্য, সৌভাগ্য যোজনায় ১০০ শতাংশ সফল বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর কথায়, রাজ্যে সাড়ে ৮ লক্ষ পরিবারকে আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আত্মসহায়ক দলের মাধ্যমে পাহাড়ি অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১১টি প্রকল্প পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে নয়টি প্রকল্প ইতিমধ্যেই অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির কাজ বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রীয় সরকার ১ কোটি ২১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা দিতে সম্মত হয়েছে, জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তরপূর্ব ভারতকে এক নতুন দিশায় নিয়ে যেতে চাইছেন। এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি পাহাড়ি এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস পৌঁছে দিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, মা ত্রিপুরসুন্দরীর আশীর্বাদ নিয়ে দেশের মধ্যে ত্রিপুরাকে প্রথম সিএনজি রাজ্য করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। চলতি বছরের মার্চ মাস থেকেই কাজ শুরু হবে বলে দাবি করেন তিনি।

এদিন বনধন প্রকল্পের মাধ্যমে মৌমাছি প্রতিপালনের দ্বারা স্বাবলম্বী হওয়ার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, মধু সংরক্ষণে নতুনত্ব নিয়ে আসা হচ্ছে। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের সহায়তায় ইতিমধ্যে ২,০০০ মধু চাষিকে মৌমাছি প্রতিপালনের সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে। বনজ সম্পদ ধ্বংস না করে তাকে কাজে লাগিয়ে জনজাতিদের রোজগারের পথ তৈরি করার আহ্বান রাখেন তিনি। কীভাবে উন্নত প্রযুক্তিতে রাজ্যে উৎপাদিত আনারস, কাঁঠালের মতো ফলকে প্রক্রিয়াকরণ করে বাজারজাত করা যায়, সেই লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে, সে কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা থেকে আগর সরাসরি দুবাই পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতে আগর চাষিরা লাভবান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, উত্তরপূর্ব ভারতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দেশগুলির প্রবেশদ্বার বানাতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। সে-জন্যই উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। এ-বিষয়ে তিনি জোরাম থাঙ্গা এবং পিএ সাংমার নাম উল্লেখ করে কটাক্ষের সুরে বলেন, অতীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা তাঁদের কাছে উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্য, রাজধানী কোথায় জানতে চাইতেন। অন্যদিকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরার আইপিএফটি দলের প্রধান এনসি দেববর্মার পরিবার সম্পর্কেও খোঁজ রাখেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে জিততে বলি করা হয়েছে ত্রিপুরাকে

সিএএ নিয়ে সুর চড়ালেন প্রদ্যুৎ কিশোর

আগরতলা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.)।। পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জিততে ত্রিপুরাকে বলি করা হয়েছে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে এভাবেই বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বিঁধলেন ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মণ। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরা এমনিতেই অনেক বোঝা বইছে। নতুন করে বোঝা কাঁধে নেব না। ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করার জন্য নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ) ত্রিপুরায় কার্যকর হতে দেব না।

শনিবার জিরানিয়া মহকুমার অধীন দশরামপাড়ায় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় মিছিল ও সমাবেশ সংগঠিত হয়েছে। প্রদ্যুতের নবগঠিত সংগঠন তিপ্রা-র উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় আয়োজিত আজকের সভামঞ্চে ত্রিপুরার শাসক জোট আইপিএফটিও অংশ নিয়েছে। দলীয় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রদ্যুৎকিশোর আজকের কর্মসূচি অরাজনৈতিক বলে দাবি করেছেন। কিন্তু, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিপুল সমাবেশ এতে লক্ষ্য করা গেছে।

প্রদ্যুৎকিশোর সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে আগাগোড়া নিজেকে অসাম্প্রদায়িক দাবি করেছেন। শুধু তা-ই নয়, রাজনীতির লাভালাভের জন্যই ত্রিপুরায় জাতি-উপজাতির মধ্যে বিভেদের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও তিনি সুর চড়িয়েছেন। প্রদ্যুতের কথায়, বাঙালি আমাদের শত্রু নয়। শত্রু ওই সব নেতারা, যাঁরা দিল্লি গিয়ে রাজনীতির স্বার্থে আমাদের বিক্রি করে দিয়েছেন। তাঁর সাফ কথা, আমিও হিন্দু। কিন্তু তার আগে আমি তিপ্রাসা।

শনিবার দশরাম পাড়ায় সংশোধীত নাগরিকত্ব আইন বিরোধী মিছিল(বাঁয়ে)। অংশ নিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর(ডানে)। ছবি- নিজস্ব।

তিনি বলেন, অতীতে ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। কাঞ্চনপুরেও মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী বাঙালি উদ্বাস্তুদের জমি দান করেছেন। কিন্তু এখন তাঁরা রাজপরিবারের সেই অবদান বেমালুম ভুলে গেছেন। আজ তিনি জোর গলায় বলেন, কাঞ্চনপুরে একটি ক্ষুদ্র মহল জাতি-উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা লাগাতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশ থেকে লোক আনতে চাইছে। তাতে তাঁদের আপত্তি না থাকলেও ব্রু শরণার্থীরা এই রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করুক, তা তাঁরা চাইছেন না। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় সম্মানের সাথে থাকতে দিতে হবে।

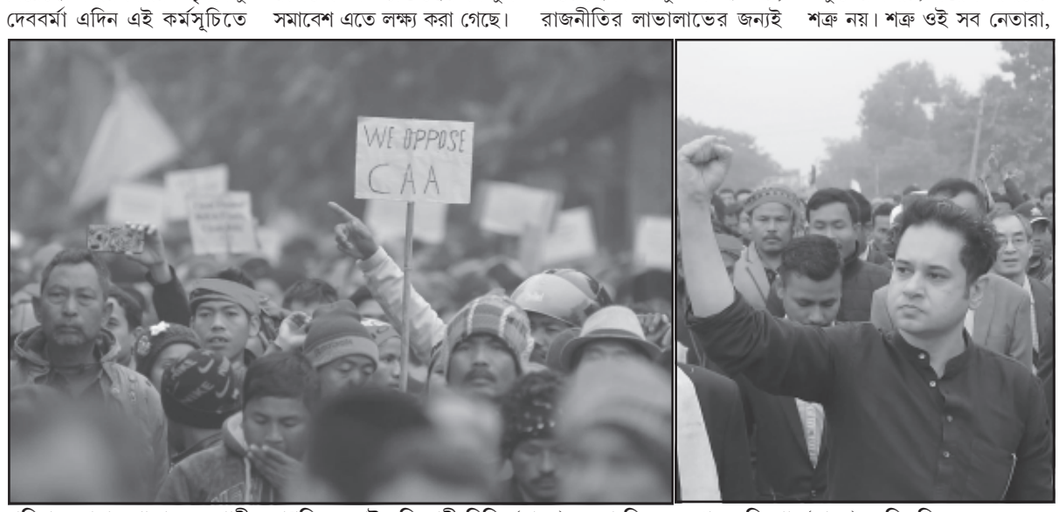

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৯৪ ◻ ১২ জানুয়ারি ২০২০ ইং ◻ ২৬ পৌষ ◻ রবিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

চাই সম্প্রীতি, সহাবস্থান

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সারা দেশে কার্য্যকর হইয়া গেল। এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়াছে। অথচ দেশ জুড়িয়া সিএএ বিরোধী ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। এই ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরায়ও চলিতেছে প্রতিবাদ আন্দোলন। এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে চলিয়াছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। তাঁহার নবগঠিত সংগঠন তিপ্রা'র ব্যানারে শনিবার জিরানীয়া মহকুমার দশরাম পাড়ায় র‍্যালী ও সভা করিয়াছেন। প্রদ্যুৎ কিশোর স্পষ্ট জানাইয়াছেন ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন মানিয়া নেওয়া যায় না। তিনি বলিয়াছেন এখন সময় হইয়াছে, উপজাতিদের একত্রিত হইতে হইবে। এক জোট হইয়া লড়াইয়ে নামিলেই জোর করিয়া কেউ কোনও সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দিতে পারিবে না। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিক্ষোভ আন্দোলন চলিলেও কেন্দ্র তাহাতে বিন্দুমাত্র টলে নাই। সিএএ ত্রিপুরায় অধিকাংশ দলই চরম বিরোধী। তবু, আইন লাগু হইয়াছে সারা দেশে। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ সিএএ'র বিরুদ্ধে আন্দোলনে উপজাতিদের সামিল করার চেষ্টায় আছেন। আন্দোলনের সূচনা হইতেছে এডিসি এলাকা হইতেই। এই ঘটনায় জাতি-উপজাতিদের মধ্যে সন্দেহ সংশয় বাড়িবার সম্ভাবনাই যেন থাকিয়া যাইতেছে। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়া রাজ্যে তেমন জোর প্রতিবাদ বিক্ষোভ নাই। এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই অভিযান সামগ্রিক ভাবমূর্তি আনিতে পারিতেছে না। ত্রিপুরায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে উপজাতিরা। এমন বক্তব্য কি রাজ্যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির সুযোগ আসিবে কিনা এবিষয়ে সংশয় সন্দেহ দেখা দিয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধীতা এবং এনআরসি'র কার্য্যকর করার দাবী প্রদ্যুৎ কিশোরের। ত্রিপুরায় এনআরসি চালুর বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টে তিনি মামলা করিয়াছেন। আর এই ইস্যুতে দলের হাইকমান্ডের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পদেও ইস্তফা দেন। কংগ্রেস থাকাকালীনই তাঁহার রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দুই দেখা গিয়াছে উপজাতি কেন্দ্রিক। কংগ্রেস ছাড়ার পরও তিনি উপজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক রাজনীতির কর্ণধার রূপেই যেন আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার এই আত্মপ্রকাশ রাজ্যে জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মধ্যে সন্দেহ সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে।

কংগ্রেস ও সিপিএম দুই বিরোধী দল ত্রিপুরায় এনআরসি ও সিএএ নিয়ে তেমন সোচ্চার হইয়াছে বলিবার সুযোগ নাই। সিএএ নিয়া চোখের ঘুম মাটি করিয়া প্রদ্যুৎ কিশোর যে চ্যালেঞ্জ নিয়াছেন তাহা রূপায়ণ আটকাইয়া যায় নাই? কারণ, তাঁহার আন্দোলনে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষের যোগাযোগ না থাকিলে পরিস্থিতি অন্য মোড় নেওয়ার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সতর্ক থাকিতে হইবে। কারণ ঘোলাজলে মাছ শিকারে করিতে অনেকেই সচেষ্ট। এই উপজাতি রাজনীতি জনমনে তেমন প্রভাব ফেলিতে পারে না। কারণ উপজাতিদের এখন রঙিন স্বপ্ন দেখানো হইতেছে। এমনিতেই এনআরসি ও সিএএ নিয়া উপজাতিদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। লক্ষণীয় ইহাই যে, ভারত বন্‌ধের দিনও জাতি উপজাতিদের মধ্যে এক উস্কানীর উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল। ত্রিপুরা একটি সংবেদনশীল রাজ্য। এখানে সামান্য উত্তেজনা বিরাট দাবানল সৃষ্টি করিতে পারে। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি, প্রদ্যুৎ কিশোর রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নিবেন।

কাছাড়ের সুনীল হত্যার ১৩ দিন, অধরা অভিযুক্তরা, আত্মহত্যার হুমকি ভুক্তভোগী পরিবারের

শিলচর (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার ধলাই এাকার সুনীল রায় হত্যা মামলার তেরো দিন অতিক্রান্ত। এতদিন পরও অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করায় আত্মহত্যার হুমকি দিল নিহত সুনীলের পরিবার।

গত ২৯ ডিসেম্বর রবিবার ধলাই থানা এলাকার পূর্ব দেবীপুর গ্রামের বাসিন্দা বছর ৩৪-র যুবক সুনীল রায়কে পিকনিকের রান্নার কাজের জন্য একটি সাদা রঙের অল্টো কালে করে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল খগেন্দ্র রায় ও দীপক রায় নামের দুই প্রতিবেশী। এদিনই সন্ধ্যায় অনুমানিক সাড়ে ছয়টা নাগাদ ধলাইয়ের ভুবনডহর পুর্ত সড়কে শুকতলার পুরাতন ওএনজিসি সড়কের মোড়ে রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে সুনীলের লাশ পড়ে থাকতে দেখে সানীয় মানুষ ধলাই পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে ধলাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সুনীলের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। ময়না তদন্তের পর সুনীলের মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছিল পুলিশ।

এদিকে লাশ উদ্ধারের খবর পেয়ে রাত আটটায় সুনীলের বড় ভাই সন্তোষকুমার রায় ও শ্যালক দীলিপ রায় ধলাই থানায় গিয়ে মৃতদেহটি সুনীল রায়েরই বলে শনাক্ত করেন। প্রথমত গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে সুনীলের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হলেও ঘটনার পরের দিন ৩০ ডিসেম্বর অন্য রহস্য উদ্ঘাটন হয়। গাড়ি দুর্ঘটনায় নয়, সুনীলকে পরিকল্পিতভাবে খুন করে ধানখেতে মৃতদেহ ফেলে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে একই এলাকার চারজন যথাক্রমে খগেন্দ্র রায়, দীপক রায়, প্রমথ রায় ও সঞ্জয় কৈরিকে অভিযুক্ত করে এক হত্যা-মামলা দায়ের করেন সুনীল রায়ের স্ত্রী দীপ্তি রায়।

থানায় প্রদত্ত এজাহারে তাঁর স্ত্রী লিখেছেন, ২৯ ডিসেম্বর সকালে তার স্বামী সুনীল রায়কে বাড়ি থেকে ডেকে নেন প্রতিবেশী খগেন্দ্র রায় ও দীপক রায়। সঙ্গে কিছু টাকাও নিতে বলেছিল তারা। তখন তাঁর স্বামী ২০ হাজার টাকা নিয়ে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন। তিনি এজাহারে আরও উল্লেখ করেছেন, বন্ধন ব্যাঙ্ক থেকে ৮০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কিছুদিন আগে খগেন্দ্র রায়কে ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন স্বামী সুনীল। সেই টাকা আত্মসাৎ করার জন্যই সুনীলকে খুন করা হয়েছে, এজাহারে লিখেছেন দীপ্তি রায়। ধলাই থানায় লিখিত এফআইআর দায়ের করে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেন তিনি।

ঘটনার ১৩ দিনের মাথায় মৃত সুনীলের স্ত্রী দীপ্তি রায় ও তার কন্যা প্রিয়া রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে সাংবাদিকদের জানান, খগেন্দ্র রায় ও দীপক রায় রান্নার কাজের জন্য সুনীলকে নিতে এসে সঙ্গে ২০ হাজার টাকা সঙ্গে নিতে বলেছিলল কেন? অথচ এর আগেও খগেন্দ্র তার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে। এছাড়া সুনীলের বড় ভাই সন্তোষ কুমার রায় জানান, সুনীল পেশায় মিস্ত্রি ছিল। ঘটনার আগে খগেন্দ্র রায় তার অসমাপ্ত ঘর সমাপ্ত করতে টাকার অভাবে ভুগছিল। তাই সুনীলের ব্যাংক লোনের অর্থ থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে ঘরের কাজ চালিয়ে যায়। সেই টাকা কীভাবে না পরিশোধ না করে রক্ষা পাওয়া যায় তার জন্যই সুনীলকে হত্যা করা হয়েছে।

অপরদিকে সুনীলের শয্যাশায়ী বৃদ্ধা বিধবা মা পুত্রশোকে ব্যাকুল হয়ে বলেন, তিনি আর পুত্রশোক সহ্য করতে পারছেন না। কেউ যেন তাকে খানিকটা বিষ এনে দেয়, তা পান করে তিনি পুত্র সুনীলের কাছে যেতে চান। সুনীলের স্ত্রী দীপ্তি ও কন্যা প্রিয়া রায় এ-ও জানান, ঘটনার ১৩ দিন পেরিয়ে গেলেও অপরাধীরা দিনদুপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ পুলিশ তাদের গ্রেফতার করছে না! তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অপরাধীরা হয়তো অন্য ফন্দি এঁটেছে। তাঁরা বলেন, অভিযুক্ত চারজনের মধ্যে সঞ্জয় কৈরি নামের লোকটি জীবনগ্রাম গ্রেম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য। তাই অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হওয়ার পিছনে রাজনৈতিক চাপ থাকতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করছেন তারা। তবে শীঘ্রই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা না হলে সুনীলের স্ত্রী তার চার সন্তান-সহ বৃদ্ধা শাশুড়িকে নিয়ে ধলাই থানার সামনে আত্মহত্যা করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

স্বামীজির বাংলাদেশ সফর-ইতিহাসে মাইলস্টোন

প্রদীপ চক্রবর্তী

পুণ্যভূমি বাংলাদেশ, যেখানে মন্দিরে শঙ্খ বাজে, মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি উঠে। পুণ্য এই বাংলাদেশে বহু ঋষি, মণীষির জন্ম, এই বাংলাদেশেই স্বামীজির পদধূলিতে ধন্য। স্বামীজি একবারই তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ, তথা আজকের বাংলাদেশে সফর করেছেন। ছিলেন এক নাগারে ১৫ দিন। ফরাসগঞ্জের মোহিনীমোহন দাসের বানিতে ছিলেন ১৫ দিন। সেখানেই নিত্যদিন বক্তব্য রেখেছেন, যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে আধ্যাত্মিকতাকে বিকশিত করেছে। ত্বরান্বিত করেছে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীকে। বাংলাদেশেই তিনি বলেছেন, গীতা পাঠ থেকে ফুটবল খেলা অনেক ভালো। যুবকদের তিনি বলেছেন দেশ আজ পরাধীনতার নাগপাশে শৃঙ্খলিত। দেশমাতাকে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসতে হবে তরুণ প্রজন্মকে। তাঁর এই উপদেশ অনুসরণ করে পরবর্তী সময় হেমচন্দ্র ঘোষ হয়েছেন বিপ্লবী। বাংলাদেশ সফরকালে স্বামীজি ঢাকার জগন্নাথ কলেজ বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং পোগোজ স্কুলের মাঠে বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর এই বক্তব্য বা ভাষণ শুনে সনাতন ধর্মের অনুসারিগণ এক নতুন সুর শুনতে পেয়েছিলেন। যা ক্ষয়িষ্ণু ধর্মজগতে পরম সম্পদ হয়ে জনচিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

বাংলাদেশে ফরাসগঞ্জ, জগন্নাথ কলেজ, পোগোজ স্কুল, নারায়ণগঞ্জ, লাঙলবন্দ এবং রাজঘাট স্বামীজির পদচারণায় দৃপ্ত হয়েছে। স্বামীজি বলতেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ মা। তাই মা ভুবনেশ্বরী দেবীকে নিয়ে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন বাংলাদেশে। ব্রহ্মপুত্রে পার্ষদসহ মাকে নিয়ে তিনি অশোকাষ্টমীতে অবগাহন করেছেন। সে এক ইতিহাস। অথচ বেশিদিন আগের কথা নয়। ১৯০১ সাল ১৮ ই মার্চ স্বামীজি রওনা হয়েছিলেন বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে। ঢাকা মেল ট্রেন শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট কুষ্টিয়া হয়ে ফরিদপুর পৌঁছেন। সেখান থেকে ১৯ শে মার্চ স্টিামারে মুন্সীগঞ্জ ও ভাগ্যকুল হয়ে পৌঁছে যান বাংলাদেশের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডস্থল হিসেবে পরিচিত নারায়ণগঞ্জে। পরবর্তীকালে স্বামীজিকে বিশাল মিছিল সহযোগে নিয়ে যাওয়া হয় তদানীন্তন জমিদার মোহিনীমোহন দাসের বানিতে। বলা হয়ে থাকে স্বামীজি যে ১৫ দিন মোহিনীমোহন দাসের বাড়িতে ছিলেন সে বাড়িটি প্রতিদিন আনন্দের হাট বসেছিল। স্বামীজি সেখানে শুধু বক্তব্যই

রাখতেন না, নানাজনের নানা প্রশ্নের উত্তরও দিতেন। শুধু কি তাই? তিনি গানও গাইতেন।

৩০ শে মার্চ স্বামীজি জগন্নাথ কলেজে বক্তব্য রাখেন। সেখানে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'আমি কি শিখেছি'। প্রথমেই তিনি তার ভাষণে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের জলে স্থলে এত সৌন্দর্য তা কখনো ভাবতেও পারিনি। এই মুহূর্তে আমি অনুধাবন করতে পারছি বাংলাদেশের জল, বায়ু, মাটি, মানুষ ও সৌন্দর্য। তিনি স্বীকার করেন আমি জানতাম না আমার দেশের ধর্মে আমার জাতীয় ধর্মে এত সৌন্দর্য আছে। কিন্তু পোগাজ স্কুলের মাছে স্বামীজির বক্তব্য এক ঐতিহাসিক সম্পদ হয়ে আছে। সেখানেই স্বামীজি বলেন, 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। তোমরা চিনে নাও নিজের --- অমৃতের অধিকারী তোমরা। আমি বলছি তোমাদের উন্নতির গতিরোধ করার শক্তি এই পৃথিবীর কারও নেই সাম্রাজ্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা একদিন তোমরা হবে জগতের গুরু ও শিক্ষক। চাই তোমাদের আত্মবিশ্বাস। ভারত ছিল একদিন আধ্যাত্মিক চিন্তাজগতের শীর্ষস্থানে। আমি প্রত্যক্ষ দেখছি তোমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবময় ও মহান হবে।

স্বামীজির এই বক্তব্যে আজ প্রতিষ্ঠিত। তার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামীকে জোরদার করা হয়েছে। তাই তো তিনি বললেন বল তো কোন খেলা ভালো? নিজেই উত্তর দিয়েছিলেন ফুটবল খেলা, যাতে আছে পদাঘাতের পরিবর্তে পদাঘাত। স্বামীনতা সংগ্রামী হেমচন্দ্র ঘোষ পরবর্তী সময় নিজেই বলেছেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উজ্জীবিত করেছে স্বামীজির আসল পরামর্শ। অন্যথায় আমরা হয়তো আরও পিছিয়ে যেতাম।

নারায়ণগঞ্জ জেলার লাঙলবন্দে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদী। ১৯০১ এর ২৭ শে মার্চ স্বামীজি নৌকায় করে বুড়িগঙ্গা হয়ে শীতলক্ষা নদীপথে পৌঁছে যান ব্রহ্মপুত্রে। তাঁর সাথে ছিলেন মা ভুবনেশ্বরী দেবী, কাকামা, বোন এবং রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী। স্বামীজি ও তার সহযোগীরা রাজঘাটে ব্রহ্মপুত্রে নেমে যান এবং সেখানে অবহাগন করেন। রাজঘাটে কোনও এক সময় স্নান করতেন নেপালের রাজা। প্রশ্ন উঠতে পারে ব্রহ্মপুত্র লাঙনবন্দে কিভাবে প্রবাহিত হলো। কিংবা স্বামীজি কেন গঙ্গা, নর্মদায় বা যমুনায় না গিয়ে বাংলাদেশের লাঙনবন্দে ছুটে গিয়েছিলেন? তাও এক ইতিহাস। সেই ইতিহাস পাঠকদের অনেকেরই হয়তো জানা নেই। তবুও সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হচ্ছে সেই প্রেক্ষাপট। এখন যেখানে ব্রহ্মপুত্র সেখানে এই মুহূর্তে জল অনেকটাই কম। মাঝে মধ্যে কচুরিপানার ঝোপ ভেসে যায় ছোট ছাট নৌকা এপার ওপার চলাচল করে। জলের স্রোতও এখন তেমন নয়। অথচ আসামের ব্রহ্মপুত্র ভয়াল। ব্রহ্মপুত্রে করাল গ্রাসে অসমে বহু গ্রাম নদীগহ্বরে চলে গিয়েছে। কত প্রাণ যে তলিয়ে গেছে তার কোনো হিসেব নেই। পদ্মার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে।

কথিত আছে মাতৃবধজনিত পাপ থেকে মুক্তি পেতে পরশুরাম অশোকাষ্টমীতেই লাঙলবন্দে অবগাহন করে মাতৃবধজনিত পাপ থেকে মুক্তি পান এটা ইতিহাস। মূলত একারণেই অশোকাষ্টমীতে লাঙলবন্দে ব্রহ্মপুত্রের অবগাহনকে হিন্দু ধর্মালম্বীরা পবিত্র হিসেবে মনে করে থাকেন। একারণেই স্বামীজিও তার মাকে নিয়ে সুদুর কলকাতা থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের লাঙলবন্দ। প্রতিবছর এখানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়ে থাকে। সবারই লক্ষ্য পাপ থেকে মুক্তি লাভ। এই বিশ্বাসকে ভর করেই বছরের পর বছর লোকজন ছুটে যান লাঙলবন্দে।

বাংলাদেশ সফরকালে স্বামীজি দেওভোগ গ্রামে যান। সেখানে নাগ মহাশয়ের বাড়ির পুকুরে সাতর কাটেন। সাতার কাটার পর সামান্য ভোজন তার পর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। স্বামীজির জীবনে ৫ থেকে ৬ দিন গভীর নিদ্রা হয়েছিল। এরমধ্যে একদিন নাগ মহাশয়ের বাড়ির সেই নিদ্রা। নাগ মহাশয় ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। শুধু দেহভোগ থেকে তিনি চলে আসেন ফরাসগঞ্জে মোহিনীমোহন দাসের বাড়িতে। ১৫ দিনের মাথায় তিনি ছুটে যান সীতাকুণ্ডে। কিন্তু শারীরিক কারণে স্বামীজি সেখানে সীতাকুণ্ডের চূড়ায় যেতে পারেননি। নিচ থেকে প্রণাম করেন। এরপর তিনি তার মাকে সহ বাংলাদেশ সফর শেষ করেন। তবে কোন পথ দিয়ে স্বামীজি বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসেছিলেন তার কোনও তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

কিন্তু স্বামীজির বাংলাদেশ সফর ইতিহাসে এক মাইলস্টোন। শিখাগো ধর্ম মহাসভা থেকে ফিরে স্বামীজি বাংলাদেশে ভক্তদের অনুরোধেই ছুটে গিয়েছিলেন ঢাকায়। (লেখক প্রবীণ সাংবাদিক)

ইন্টারনেট-বিচ্ছিন্ন অসহায় কাশ্মীর

আবু তাহের

একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর কথা জানি, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ করবার পরে তার অবস্থা কেমন হয়েছিল। কাশ্মীরের মানুষ, কর্মসূত্রে বাংলায় থাকেন। যোগাযোগ করতে পারেননি নিজের পরিবারের সঙ্গে। বাবা-মা এক জায়গায়, পড়াশোনা এবং গবেষণার সূত্রে স্ত্রী আরেক জায়গায়। স্বভাবতই চিন্তার ছায়া নেমে আসে তাঁর মনে খুব দ্রুত। ইন্টারনেট এবং মোবাইল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় কোনওভাবেই যোগাযোগ করতে পারেননি হাজার মাইল দূরের ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে। চিন্তায় বিহ্বল হয়ে পড়ার মতো করুণ অবস্থা বাস্তবে না দেখলে আর উপলব্ধি না করেত পারলে তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শুধু এরকম একজন নয়, কাশ্মীরের হাজার হাজার মানুষ কাজের সূত্রে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এমনকী দেশের বাইরেও। এমনিতেও ওই রাজ্যে কর্মসংস্থানের সংখ্যাও হাতে গোনা। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতের হার যথেষ্ট কম, যাওয়া আছে তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাঙ্গন নেতাহ হাতে গোনা। তাই যাঁরা উচ্চশিক্ষালাভে আগ্রহী তাঁদের বাইরে যাওয়ার দস্তুর।

সেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা ক্রমেই রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছে গেল। সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রে এত দীর্ঘদিন যাবত ইন্টারনেট বিচ্ছিন্নতার কোনও ইতিহাস নেই। এতদিনে ইন্টারনেট বিচ্ছিন্নতা পাঁচ মাসের বেশি সময় অতিক্রান্ত কাশ্মীরে। মানুষের চরম দুর্ভোগের খবর আমরা ঠিকমতো পাচ্ছিও না। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে সাহসী সাংবাদিকতার সৌজন্যে। তাতে যে খবর উঠে আসছে তাতে সহজেই অনুমেয় সেখানকার মানুষের জীবনে এই কালো দিন ঘনিয়ে এসেছে ৩৭০ ধারা রদ করে ইন্টারনেট বন্ধ করার জন্য। স্কুল কলেজের ফর্ম পূরণ থেকে শুরু করে টাকাপয়সার লেনদেন সমস্ত কাজেই ব্যাহত হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনযাপন।

প্রতিদিন সকাল ৮-১৫ মিনিটে শত

শত যাত্রী নিয়ে একটি ট্রেন শ্রীনগর থেকে পার্শ্ববর্তী শহরের দিকে রওনা দেয়। কাশ্মীরিরা এই ট্রেনটির নাম দিয়েছে ইন্টারনেট এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটি তাদের কাশ্মীর উপত্যকার বাইরে জম্মুর বানিহাল শহরে নিয়ে যায়। গত আগস্টে ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার রদ করে। উপত্যকায় সেইদিন থেকে কাশ্মীরে বন্ধ রয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা।, কঠোর নিরাপত্তার নামে অত্যাচার, নির্যাতন চালিয়েছে ভারতীয় সেনা। সেই সেনাবাহিনী দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে কাশ্মীরকে। কার্যত এক দম বন্ধ হওয়া পরিবেশের মধ্যে দিনতিপাত করছে কাশ্মীরের মানুষ। মোবাইল যোগাযোগ পরবর্তীতে চালু হলেও তাও কখনও কখনও বন্ধ থাকছে।

পাশপোর্ট, ফর্মপূরণ, ই-মেইল চেকিং, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, প্রবেশপত্র সমস্ত কিছুর জন্য তাই কাশ্মীরিদের চড়ে বসতে হয় ইন্টারন্ট এক্সপ্রেসে। ইন্টারটে সেবা বিচ্ছিন্নতা পর্যবেক্ষণকারী আন্তর্জাতিক সংস্তা 'অ্যাকসেস নাউ' জানিয়েছে, কেবলমাত্র চিন এবং মায়ানমারের মতো কর্তৃত্ববাদী দেশেই এর চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ইন্টারনেট বন্ধ ছিল। কিন্তু পৃথিবীর কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এতদিন ধরে মানুষকে এই স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখার নজির নেই।

কাশ্মীরের ৭০ লাখ মানুষের বসবাস। বিগত প্রায় পাঁচ মাসাধিককাল ইন্টারনেট বন্ধ থাকার ফলে তারা ফিরে গেছে ইন্টারনেট শুরু হওয়ার আগের যুগে। বন্ধ হয়েছে অনলাইন পরিষেবা। অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোও বন্ধ রয়েছে। ডিসেম্বরের শুরু থেকে অনলাইন নিউজ ওয়েবসাইটগুলো সব উধাও হতে শুরু করে। একটানা ১২০ দিনের বেশি বন্দ থাকার কারণে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী এমন হচ্ছে। সরকার চালিত একটি কেন্দ্রে মাত্র ১০টি কম্পিউটার দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা। কাশ্মীর চেম্বার অব কমার্স জানিয়েছে যে ইন্টারনেট পরিষেবা নিস্ক্রিয় থাকায় ইতিমধ্যে ১৪০ কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে। অনলাইন বাণিজ্য, অনলাইন নিউজ ওয়েবসাটিগুলো সহ ইন্টারনেটের বন্ধের কারণে ভুক্তভোগী হচ্ছেন রোগীরাও। চিকিৎসক মহলের অনেকেই দাবি করেছেন ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকার কারণে জটিল রোগের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারছেন না। ফলে জটিল রোগের চিকিৎসায় খামতি তৈরি হচ্ছে। যার জেরে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।

বাকস্বাধীনতার বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ কমিটিরসদস্য ডেভিড কায়ে বলেন, যোগাযোগ বন্ধের ক্ষেত্রে সরকারের মূল বক্তব্য ছিল অস্থিরতা ঠেকানো। কিন্তু সে যুক্তি এতদিন ধরে ইন্টারনেট বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। তিনি এই প্রতিবন্ধকতাকে দানবীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। বলেছেন এটি কালেক্টিভ পানিসমেন্টের চেয়েও জঘন্য। 'অ্যাকসেস নাউ' -এর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের নীতিমালা বিষয়ক পরিচালক রমনজিৎ সিং চিমা বলেন, যে কোনও গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য এটি নজিরবিহীন ঘটনা। কাশ্মীরে ইন্টারনেট ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছে মার্কিন কংগ্রেস।

একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের দোড়গোড়ায় পৌঁছে ইন্টারেনট ছাড়া আমজনতার জীবন কতটা অছল তা বুঝতে গেলে বিসেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। রাজ্যে এনআরসি এবং ক্যাব বিরোধী আন্দোলনের জেরে বিক্ষোভ চলছে দোরদার। আন্দোলনের প্রথম দিকে বিচ্ছিন্নভাবে পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলায় হিংসাত্মক ঘটনা দেখা দিয়েছিল। ঘটনার নেপথ্যে কে বা কারা ছিল সেই চুলচেরা বিশ্লেষণে না গিয়েও একথা বলা যায় যারাই ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে তারা নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ করেছে। তৎক্ষণাৎ মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, হাওড়া এবং বসিরহাট-বারাসতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষের চক্রান্তের ফল ভুগতে হল জেলার বহু মানুষকে। তিনি চারদিন ইন্টারটে বন্ধের ফলেই ব্যাঙ্কের কাজ ব্যাহত হল, টাকা পয়সা লেনদেনের ঝামেলাতেও পড়তে হল। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শনিবার সিপাহীজলা ডিস্টিক লেভেল এথলেক্টিস মিটের অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

রাতেই বেলুড়মঠে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, চূড়ান্ত তৎপরতা

বেলুড়, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : শনিবার রাতে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত বেলুড়মঠে পৌঁছালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এখানেই তিনি রাত কাটাবেন। রাজভবনে নয়, কলকাতায় এসে বেলুড় মঠেই শনিবার রাতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু হয়েছে বেলুড় মঠে। মোদীর রাত্রিবাস ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে বেলুড় মঠ চত্বরে। প্রথমে ঠিক ছিল বেলুড় মঠ ঘুরে কলকাতায় ফিরে শনিবার রাতে রাজভবনেই থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজেই আজ বেলুড় মঠে থাকার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। বেলুড় মঠের আন্তর্জাতিক গেস্ট হাউসে থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। ঠিক ছিল সন্ধেয় বেলুড় মঠ ঘুরে রাজভবনে ফিরবেন। নৈশভোজ সেরে রাজভবনেই রাত কাটাবেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু নিজেই মত বদল করেছেন বলে সূত্রের খবর। প্রধানমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে তুমুল তৎপরতা এরাজ্যেও। এরই মধ্যে রাজ্য সফর নিয়ে টুইট করেছে প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ সফরের জন্য তিনি নিজেও প্রবল উৎসাহিত বলে টুইটে জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়া নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার দুপুরের পর কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমে যাবেন কেন্দ্রের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের একটি পেন্টিং মিউজিয়ামের উদ্বোধনে। এই মিউজিয়াম উদ্বোধন হবে ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিংয়ে। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী যাবেন মিলেনিয়াম পার্কে। হাওড়া ব্রিজে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড ব্যবস্থার উদ্বোধন করবেন নরেন্দ্র মোদী। এরপরেই বেলুড় মঠে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। ঘুরে দেখবেন স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত একাধিক জায়গা। রবিবার সকালে বেলুড় মঠে ধ্যান করবেন প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। আগামীকাল রবিবার সকালেই কলকাতায় ফিরবেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবার কলকাতায় ঠাসা কর্মসূচি নরেন্দ্র মোদীর। সকালে বিজেপি রাজ্য প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন। একইসঙ্গে বিশিষ্ট কয়েকজনের সঙ্গেও দেখা করবেন মোদী। আগামীকাল বেলা ১১টা নাগাদ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পোর্ট ট্রাস্টের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। আগামীকাল বিকেলেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী।

ফের প্রিয়ঙ্কাকে এক হাত নিলেন মায়াবতী

লখনউ, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : শতাধিক শিশুর মৃত্যুর দুঃখজনক ঘটনাকে গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগ করে ফের প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরাকে একহাত নিলেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী ঊ ব্যক্তিগত সফরে রাজস্থানে গেলেও রাজ্যের কোটায় সরকারি হাসপাতালে না যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে শনিবার টুইটারে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরাকে আক্রমণ করেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে প্রিয়ঙ্কা জয়পুরে গিয়েছিলেন।কিন্তু এই ব্যক্তিগত সফরে রাজস্থানে কোটায় সরকারি হাসপাতালে না যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে এদিন টুইট করে এদিন প্রিয়ঙ্কার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন মায়াবতী ঊ টুইটারে তিনি লেখেন, 'এই কংগ্রেস নেত্রী কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনের জন্য নিয়মিত উত্তরপ্রদেশে আসেন। কিন্তু রাজস্থানে তাঁর ব্যক্তিগত সফরে কোটায় মৃত শিশুদের মায়েদের চোখের জল মোছার জন্য সামান্য সময় দেওয়ার কথা ভাবলেন না তিনি। অথচ তিনিও একজন মা। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক'।

মায়াবতীর দাবি, কংগ্রেস, বিজেপি বা অন্যদলের মত বিএসপি সস্তা রাজনীতি করতে কোনও ইস্যুতে দুমুখো অবস্থান নেয় না। মায়াবতী বলেছেন, 'এমন একটা পরিস্থিতি অন্যান্য দলগুলির মত কংগ্রেসও নিজেদের বদলাতে প্রস্তুত নয় এবং এর সাম্প্রতিক উদাহরণ কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানের কোটা হাসপাতালে সরকারি অবহেলার কারণে এতগুলি শিশুর মৃত্যু'।

পশ্চিম ও উত্তর সীমান্তে ভারসাম্য জরুরি : সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : চিন এবং পাকিস্তান সীমান্তকে যে সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। শনিবার রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে তা মনে করিয়ে দিলেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে।

এদিন সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, সীমান্ত সুরক্ষায় নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। নজরদারি চালিয়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুল্যায়ন করা সুরক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। একটা সময় ছিল দেশের পশ্চিম সীমান্তে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু এখন সময় হয়েছে পশ্চিম এবং উত্তর সীমান্তকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার। পুনরায় ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন।

দেশের দুই সীমান্তে যুদ্ধ লাগল সেনাবাহিনী লক্ষ্য কি হবে সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে সীমান্তে বিপদ সব থেকে বেশি সেখানে বেশি সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

মিছিলে যাঁরা হাঁটলেন, তাঁদের সাথেই মমতা তঞ্চকতা করলেন, অভিযোগ সোমেনের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : মমতা ব্যানার্জীর মিছিলে যাঁরা হাঁটলেন, তাঁদের সাথেই তিনি তঞ্চকতা করলেন। শনিবার রাতে এই মন্তব্য করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র।

সোমেনবাবু বলেন, "বাংলায় জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে যে সব ছাত্র-যুব, সংবেদনশীল, গণতান্ত্রিক মানুষ সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার লড়াই লড়ছেন, যে সব মহিলারা পার্ক সার্কাস ময়দানে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাচ্ছেন, রাজ্য পুলিশের মার সহ্য করে যে সব পড়ুয়ারা আন্দোলন করছেন, আজ মমতা ব্যানার্জীর একান্তে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, মুখ্যমন্ত্রীর এনআরসি - সিএএ -র বিরুদ্ধে আন্দোলনের সত্যতা নিয়েই তাঁদের মনেই প্রশ্ন উঠে গেল।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কথায়, "বাংলার যে সব ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ মমতা ব্যানার্জীর মিছিলে হাঁটলেন, তাঁদের সাথে তিনি তঞ্চকতা করলেন। দিদি-মোদীর এই সেটিং-এ তৃণমূলের যে সব নিষ্ঠাবান কর্মী আছেন তাঁদের কাছে আমাদের আবেদন এই ছদ্ম - লড়াইয়ের শরিক হবেন না। কংগ্রেস ঘোষণা করেছে আমরা যখনই সরকার গড়ব তখনই এই কালা কানুন প্রত্যাহার করব। কংগ্রেস - বামের এই আপোষহীন লড়াইয়ের শরিক হন।

জেএনইউ : হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের ৩৭কে জন চিহ্নিত করে তদন্ত শুরু

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার ঘটনায় একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের ৩৭কে জন চিহ্নিত করেছে দিল্লি পুলিশ ঊ জানা গেছে ইতিমধ্যেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে বলে খবর। এরা সকলেই ইউনিটি এগেনস্ট লেফট নামে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সদস্য ঊ

গত রবিবার জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার ঘটনার পর থেকে এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে, তার ৬০ সদস্যের মধ্যে ৩৭ জনকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশ গতকালই দাবি করেছে, যোগেন্দ্র জেএনইউয়ের ছাত্র, তিনি এবিভিপির সঙ্গে যুক্ত। জানা গেছে, চিহ্নিত করা ৩৭ জনকে নোটিস পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জন অন্তত বাইরের লোক। এঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা করেন বলে অভিযোগ। তদন্তে জানা গিয়েছে, বাম ও দক্ষিণপন্থী উভয়পক্ষই হিংসা ছড়াতে বহিরাগতদের সাহায্য নেয়। জেএনইউ পড়ুয়ারাই নাকি বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে ঢোকার ব্যবস্থা করেছে বলে অভিযোগ ঊএ ব্যাপারে সন্দেহের বাইরে নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মীরাও।

দেশের স্বার্থ নিয়ে খেলা করছে কংগ্রেস : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : জাতীয় স্বার্থ নিয়ে খেলা করছে কংগ্রেস। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে এমনই ভাষায় কটাক্ষ করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন(সিএএ)। এই আইনের বিরোধিতায় সরব হয়েছে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস। শনিবার কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে ভারত। কোনও ধর্ম এবং জাতের বিরুদ্ধে এই আইন নয়। জাতীয় স্বার্থ নিয়ে খেলা করছে কংগ্রেস। তোষণের রাজনীতি করে সংবিধানের কণ্ঠরোধ করছে কংগ্রেস।

তিনি আরও বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হওয়া নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি ভারত পালন করলেও পাকিস্তান পালন করেনি। ফলে ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা ছয় থেকে সাতগুণ বেড়েছে। কিন্তু পাকিস্তানে কমেছে।

মহারাষ্ট্রে জারি হবে না সিএএ, দাবি রাজ্যের মন্ত্রীর

নাসিক, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে কার্যকর করা হবে না নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বলে শনিবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মহারাষ্ট্রের রাজস্বমন্ত্রী বালাসাহেব থোরাট।

এদিন তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলন গোটা দেশে চলছে। সংবিধান বিরোধী এই আইনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া বিক্ষোভকে পুরো মাত্রায় সমর্থন করছে কংগ্রেস। এই আইন কোনও ভাবেই মহারাষ্ট্রে কার্যকর করা হবে না।

রাজ্যের কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে রেকর্ড সংখ্যক কৃষক আত্মহত্যা করেছে সেই কারণে কৃষকদের ঋণ পুরোপুরি মুকুব করে দেওয়া হবে। মহারাষ্ট্র হচ্ছে খরাগ্রস্ত রাজ্য। দেনার দায় জেরবার কৃষকেরা। রাজ্যের পাশে নেই কেন্দ্র। সেই কারণে বিপুল সংখ্যায় কৃষকের আত্মহত্যায়।

উল্লেখ্য, দেশজুড়ে বিতর্কের মধ্যেই গতকাল সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করল কেন্দ্রীয় সরকার। গেজেট সূচনা মারফত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, ১০ জানুয়ারি থেকে এই আইন দেশময় চালু হয়ে গেল। এর ফলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের অমুসলিম শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। সূচনায় বলা হয়েছে, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, ২০১৯ (২০১৯-এর ৪৭) ধারা ১-এর উপ ধারা (২) দ্বারা দেওয়া ক্ষমতা ব্যবহার করে ১০ জানুয়ারি, ২০২০-তে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিল।

এবার বিক্ষোভের মুখে মুখ্যমন্ত্রী, সামলাতে নাজেহাল মমতা

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): এ যেন বাঘের পিঠে চরেই বাঘকে বাগ মানানোর চেষ্টা ঊ ডোরিনা ক্রসিংয়ে ছাত্রদের বিক্ষোভ সামলাতে কার্যত নাজেহাল হতে হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেউ বারবার শান্ত হওয়ার অনুরোধ করেও বিফল হলেন তিনি।

শহরে প্রধানমন্ত্রী আসার কথা ঘোষণা হতেই চারিদিকে ধিক ধিক করে জ্বলে উঠছিল বিক্ষোভের আগুন ঊ সেই মত শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শহরে পা রাখতেই একের পর এক বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয় শহরের রাজপথে ঊ কালো পতাকা দেখিয়ে 'গো ব্যাক' স্লোগানে মুখরিত হয় জনপথ ঊ সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ বাম এবং কংগ্রেসের বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ডোরিনা ক্রসিং এলাকায়। বিক্ষোভে সামিল হয়েছে যাদবপুরের পড়ুয়াদের একাংশও। কার্যত পড়ুয়াদের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি হয় পুলিশের। ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে গেলে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয় তাদের ঊ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে এলাকা ঊ ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে র্যা ফ।

এদিন মিলেনিয়াম পার্কে মিলেনিয়াম পার্কের অনুষ্ঠানে একমঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তাঁর কাছে খবর যায় ডোরিনা ক্রসিংয়ে ছাত্রদের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি জড়িয়েছে পুলিশঊ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সেখানে পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী ঊ বলেন, "হাতজোড় করে বলছি এটা করো না ঊ এতে আন্দোলন নষ্ট হচ্ছেঊ শান্ত হও ঊ মাথা গরম করো না ঊ" কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনকে তোয়াক্কা না করেই চলতে থাকে সিএএ ও এনআরসি বিরোধী স্লোগান ঊ পাল্টা প্রধানমন্ত্রীকে কেন রাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে সেই নিয়েও প্রশ্ন আসে ভিড়ের মধ্যে থেকে।

হ্যাঁ, দশ বছর পর আমিই হব অসমের মুখ্যমন্ত্রী, উচ্ছ্বসিত বদরউদ্দিনের দাবি

গুয়াহাটি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : হ্যাঁ, দশ বছর পর তিনিই মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসবেন, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে দাবি করেছেন এআইইউডিএফ-প্রধান বদরউদ্দিন আজমল। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে হঠাৎ নিজের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে বদরউদ্দিন বলেন, রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। তিনি একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত, ভালো প্র্যাডিক্টরও। কেননা, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যতটি নির্বাচন হয়েছে, সেগুলির আগে যা যা প্র্যাডিক্ট করেছিলেন সব অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই এবার তিনি রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন, আগামী দশ বছর পর বদরউদ্দিন আজমল মুখ্যমন্ত্রী হবেন। তাঁকে (বদরউদ্দিন) রুখতে হবে। তাই নাকি নিশ্চিত, আগামী দশ বছর পর বদরউদ্দিন আজমলই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে রাজপাট চালাবেন। বিজেপি-র শক্তিশালী নেতা রাজ্যের মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা সাম্প্রতিককালে প্রায় সব প্রকাশ্য জনসভায় উদাত্ত ভাষণে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বিজেপিকে সমর্থন না করলে সেই দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বদরউদ্দিন আজমল অসমের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। 'সিএএ'-বিরোধী প্রতিবাদে রাজ্য যখন তপ্ত, তখন বিজেপি-র শান্তি মিছিল ও সমাবেশগুলিতে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব একই কথা শোনাচ্ছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলে দাবি করেছেন খোদ বদরউদ্দিন।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে এআইইউডিএফ-প্রধান মৌলানা বদরউদ্দিন আজমল নয়া ভূমিনীতি এবং নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতা করে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করায় ক্ষোভ ব্যক্ত করে আজমল বলেন, বিজেপি সরকার হিটলারি শাসন চালিয়েছে। এআইইউডিএফও এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করছে। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন কখনও তিনি বা তাঁর দল মানে না এবং মানবেও না। তাই এর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করেছেন, জানান বদরউদ্দিন আজমল।

আজমল বলেন, রাজ্য সরকার নয়া ভূমিনীতি প্রস্তুত করেছে। কিন্তু এখনও খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র)-র সংজ্ঞা নির্ধারণ হয়নি। এটা সরকারের নিছক ললিপপ। নয়া ভূমিনীতির দ্বারা অসমের সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাইছে সরকার। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে অতি আত্মবিশ্বাসী বলে আখ্যা দিয়েছেন। আজমল বলেন, অসমের জনসাধারণের আবেগকে গুরুত্ব না দিয়ে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করছে সর্বানন্দ সনোয়াল সরকার, এটা মোটেও ঠিক নয়।

বরাবরের মতো আজও তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতার আশা ব্যক্ত করেছেন বদরউদ্দিন আজমল। বলেন, গত লোকসভা নির্বাচনে 'জেন্টলম্যান অ্যাগ্রিমেন্ট' কংগ্রেস ভঙ্গ করেছিল। খেদ বা রাগ থাকলেও তা ভুলে পুনরায় কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে তাঁর আপত্তি নেই, আবারও আজ বলেছেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, সাম্প্রদায়িকতা না থাকলে নতুন দল গঠন করায়ও কোনও আপত্তি নেই। অসাম্প্রদায়িক সব দলের সঙ্গে জোট বাঁধতে প্রস্তুত, কংগ্রেসের সঙ্গেও।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের দেদার সমালোচনা করে আজমল বলেন, হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত বলে জানি। কিন্তু জ্বলন্ত ইস্যু ছেড়ে এদিক-ওদিকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে চাইছেন তিনি। বাস্তবের ওপর হিমন্তবিশ্বকে ধ্যান দিতে পরামর্শ দিয়ে বলেন, বাঘ আসবে বলে ভয় দেখাচ্ছেন ড় শর্মা। তবে ১৫ বছরের রাজনীতিতে হিমন্তবিশ্ব তাঁর সম্পর্কে যেভাবে প্রচার করছেন তাতে তিনি উপকৃত হচ্ছেন বলে দাবি করেছেন আজমল।

ঠেলায় পড়ে দৌড়ে এসেছে, পরোক্ষে মমতাকে এক হাত দিলীপের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : ঠেলায় পড়ে দৌড়ে এসেছে। এ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

রাজভবনে মোদী মমতা বৈঠকের পর শনিবার দিলীপ ঘোষ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা আজ দেখা করলাম। এ রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সমস্ত কিছু জানিয়েছি।

রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে আগামীদিনে রাজ্যে আরও বেশী সাংসদ দেওয়া হবে বলে প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

সিএএ নিয়ে কলকাতায় দিনভরের আন্দোলনকে এদিন কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। তিনি বলেন বেশিরভাগ জায়গাতেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা জার্সি বদল করে আন্দোলন করেছে। তবে তা নিয়ে বিজেপি ভাবিত নয়। তবে সৌজন্যতা বজায় রেখে রাজভবনে এসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাবুল।

এদিন রাজভবনে এসে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে রাজ্য বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ছাড়াও দলের জাতীয় পরিষদের সদস্য মুকুল রায়, কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা প্রমুখ এই দলে ছিলেন।

শিলচরে ট্রাক-অটোরিকশা মুখোমুখি, আহত পাঁচ, সংকটজনক দুই

শিলচর (অসম), ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলা সদর শিলচরের মেহেরপুর এলাকায় ট্রাক ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন পাঁচ জন। তাঁদের মধ্যে দুজনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে। ঘটনাটি শনিবার বেলা প্রায় আড়াইটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে।

জানা গেছে, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিক থেকে শহরগামী এএস ১১ এসি ৬৩৫০ নম্বরের একটি ট্রাকের সঙ্গে শহর থেক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল অভিমুখী এএস ১১ সিসি ৬৩৪৮ নম্বরের একটি অটো রিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনাটি ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ঘুঙ্গুর শাখার সামনে সংঘটিত হয়েছে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে জানা গেছে, ট্রাকের পেছনের চাকার সঙ্গে অটো রিকশার সামনের চাকার সংঘর্ষে এই ভয়ংকর দুর্ঘটনাটি ঘটে। তাঁরা জানান, দুটি গাড়িই দুরন্ত গতিতে ছিল। যার দরুন কোনও চালকই তাদের গাড়িকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। দুর্ঘটনার পর আহতদের রক্তাক্ত অবস্থায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, অটো চালক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। অন্যদিকে তুলসী দাস (৬২) নামের ট্রাক চালক পালিয়ে গেলেও পুলিশ কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। লরির মালিক মেহেরপুর বটেরতল এলাকার জামাল উদ্দিন মজুমদার।

বর্তমানে গুরুতর আহত অটো রিকশাটির চালক মাশুক আহমেদের চিকিৎসা চলছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা অতি সংকটজনক। তিনি শালচাপরা এলাকার বসাই মিয়াঁর ছেলে। এই দুর্ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। তাঁরা সুভাষ নুনিয়া (৪৬) সঞ্জীব নুনিয়া (২৬) এবং কমল নুনিয়া। এরা তিনজনই ফকিরটিলা এলাকার বাসিন্দা।

আহত আরও একজনের পরিচয় এই খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি। তাঁর অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে খবর পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, প্রায় মাস-দুয়েক আগে এই মেহেরপুর এলাকায় বেপরোয়া লরি হরণ করেছিল যুবতীর। আহত হয়েছিলেন কয়েকজন। এর পর প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছিল। শহরে দিবাভাগে যাতে কোনও লরি ঢুকতে না পারে এর জন্য কঠোর নিয়মও ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এর পরও কী করে অবাধে লরি শহরের ভিতরে যাতাযাত করছে তা নিয়ে আজ ফের উঠেছে প্রশ্ন।

শনিবার পূব মহিলা থানায় শ্লীলতাহিনী নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

সুস্থ থাকতে গেলে এই অস্বাস্থ্যকর জিনিসগুলোকে বাড়ি থেকে বিদায় করুন

আমাদের বাড়িতেই এমন অনেক অস্বাস্থ্যকর জিনিস আছে যার থেকে আমাদের শরীর খারাপ হতে পারে। তাই সবার আগে ওই অস্বাস্থ্যকর জিনিসগুলোকে বাড়ি থেকে বিদায় করুন।পুরনো ননস্টিক পাত্র:এই ধরণের পাত্রে রান্না করতে সুবিধা হয় ঠিকই কিন্তু একটা সময়ের পর অবশ্যই পাল্টে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহারের ফলে নন স্টিক পাত্রের ওপরের টেফলন কোটিং উঠে যায়। এই ধরণের বাসনে যখন রান্না করা হয় তখন টক্সিক গ্যাস এবং পার্টিকল রান্নাঘরের মধ্যে মিশে যায়। এর থেকে ফ্লু এর সম্ভাবনা অনেকটা বেড়ে যায়।পুরনো টুথব্রাশ:বার বার ব্যবহারের ফলে টুথব্রাশের ব্রিসেলস নষ্ট হয়ে যায়। পুরনো টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলে জমে থাকা প্লাক এবং ঞ্চথনত্বস্তুনস্তু পরিষ্কার হয় না। তাই দাঁতের ক্ষতি এড়াতে পুরনো দাঁত মাজার ব্রাশ ফেলে দিন। প্রতি তিন মাস অন্তর ব্রাশ পাল্টান।স্ট্রেচড আউট ব্রা:সময়ের সঙ্গে এবং নিয়মিত ব্যবহারের ফলে অন্তর্বাস একসময় লুজ হয়ে যায়। এটা কিন্তু শরীরের জন্য খুব ক্ষতিকারক।

প্রতি ছাস অন্তর অন্তর্বাস পরিবর্তন করতে হবে। এই ধরণের ব্রা ব্যবহার করার ফলে শ্যাগিং ব্রেস্ট, গলায় ও পিঠে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা বেড়ে যায়।বহু পুরনো রানিং জুতা:দৌড়ানো, জগিং বা হাঁটা শরীরের জন্য ভালো কিন্তু ক্ষয়ে যাওয়া জুতো পরে তা যদি করেন তাহলে তা আপনার পায়ের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। ক্ষয়ে যাওয়া জুতো কম প্রেসার অ্যাবসর্ব করে ফলে পায়ের মাসল, হাড়ের ওপর প্রেসার পড়ে। চোট লাগার সম্ভাবনাও অনেকটা বেড়ে যায়।খাবার রাখার প্লাস্টিকের সরঞ্জাম ও বোতল:যদি হেলদি থাকতে চান তাহলে ভুলেও প্লাস্টিকের বোতল থেকে জল খাবেন না বা প্লাস্টিকের সরঞ্জামে খাবার জিনিস রাখবেন না। প্লাস্টিকের জিনিসপত্র ব্যবহার করলে -এর মতো স্মুহ ক্ষতিকারক পদার্থের সঙ্গে এক্সপোজারের সম্ভবনা বৃদ্ধি পায়। ঞ্চঞ্চঙ এক ধরণের কম্পাউন্ড যা পলিকার্বোনেট এবং প্লাস্টিক তৈরি করতে কাজে লাগে।

এটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর।অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল সাবান ও ডিটারজেন্ট:আপনি যদি নিয়মিত অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল সাবান ও ডিটারজেন্ট কিনে থাকেন এইভেবে যে এগুলো আপনার শরীরের জন্য ভালো, তাহলে আপনি ভুল ভাবছেন। এই হ্যাবিট তাড়াতাড়ি পাল্টে ফেলুন। অ্যান্টিব্যাক্টিরিয়াল সাবান ও ডিটারজেন্টে এক ধরণের কেমিক্যাল থাকে যার নাম ট্রাইক্লোসান, যা খুবই ক্ষতিকারক।রুম ফ্রেশনার:রুম ফ্রেশনার বা এয়ার ফ্রেশনারে বলে এক ধরণের কেমিক্যাল থাকে যার সংস্পর্শে এলে ক্যান্সার বা অন্য শারীরিক অসুস্থতা হতে পারে। যদি রুম ফ্রেশনার ব্যবহার করতেই হয় তাহলে নিজেই তা ঘরে তৈরি করে নিন। এটা তৈরি করতে একটা বড় পাত্রে জল ভরুন। এতে লেবু, লেবুর খোসা বাটা, ল্যাভেন্ডার, দারচিনি, মিন্ট, রোসমেরী, তেজপাতা এবং স্টার অ্যানিস সব একসঙ্গে মিশিয়ে জল ফুটিয়ে নিন। দেখবেন সুন্দর সুগন্ধে ভরে উঠবে আপনার বাড়ি।বাসন মাজার স্পঞ্জ: প্রতি দু"সপ্তাহ অন্তর বাসন মাজার স্পঞ্জ পাল্টে ফেলুন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন একটা স্পঞ্জের প্রতি বর্গক্ষেত্রে ১০ মিলিয়ান ব্যাকটেরিয়া থাকে। স্পঞ্জের বদলে সুতির কাপড় ব্যবহার করতে পারেন। যেহেতু কাপড় স্পঞ্জের থেকে পাতলা হয় তাই তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। ফলে ব্যাকটেরিয়া কম জন্মায়। তবে কাপড় ব্যবহার করলেও তা রোজ ভালো করে সাবান দিয়ে ধুতে হবে।কেমিক্যাল এনরিচড কসমেটিকস: শ্যাম্পু হোক বা লিপস্টিক বা নেল পলিশ বা সানস্ক্রিন, পুরুষ ও মহিলারা যে সব কসমেটিকস ব্যবহার করে তাতে বহু রকমের ক্ষতিকারক কেমিক্যাল থাকে। অনেক কসমেটিকসে যেমন ফাউন্ডেশন, পাউডার, ব্লাসার, মাস্কারা, আই লাইনার, আই শ্যাডো এবং লিপস্টিকে ইত্যাদি থাকে যা খুবই ক্ষতিকারক। কসমেটিকস কেনার আগে ভালো করে দেখে নিন। যাতে মিনারেল বেসড পিগমেন্টস এবং প্রাকৃতিক তেল আছে সেই ধরণের জিনিস ব্যবহার করুন। যে সাবান ও শ্যাম্পুতে ঠ্রত্বনদ্রন্স্খদ্র থাকে সেগুলো এড়িয়ে চলুন।কন্ট্যাক্ট লেন্স রাখার পাত্র: এমনিতে কন্ট্যাক্ট লেন্স চোখের জন্য সেফ এবং আরামদায়ক। কিন্তু একে যদি নিয়মিত পরিষ্কার না করেন তাহলে চোখের বিভিন্ন অসুখ হতে পারে এমনকী দৃষ্টিশক্তি অবধি হারাতে পারেন।

কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করার সময় আমরা অনেকেই কন্ট্যাক্ট লেন্স কেস পরিষ্কার করি না। তাই অপরিছন্ন কেস চোখের ইনফেকশনের প্রাথমিক কারণ। এটা এড়াতে সব সময় সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে কন্ট্যাক্ট লেন্স ধরুন। নিয়মিত কেস পরিষ্কার করুন আর ভালো করে শুকিয়ে রাখুন।এছাড়াও অন্য ম্যানুফ্যাকচারের ডিসইনফেক্টিং সলিউশন ব্যবহার করবেন না। আর ক"দিন অন্তর কেস পাল্টে ফেলুন।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের উপর ক্ষুব্ধ সোনম

বেজায় চটেছেন অভিনেত্রী সোনম কাপুর। হঠাত কে রাগিয়ে দিল নায়িকাকে? সোনমের টুইটার ফিড বলছে, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের উপর বেজায় চটেছেন। কারণ, এক মাসে তিনবার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে যাত্রা করেছেন সোনম। তার মধ্যে দু"বার সোনমের ব্যাগ হারিয়েছে ওই বিমান সংস্থা।টুইটারে তাই সোনম লিখেছেন, "একমাসে তিন বারের মধ্যে দু"বারই ব্যাগ হারাল। কোনও দায়িত্ব নেই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের। আর কোনও দিনও এই এয়ারলাইন্সে সফর করব না।""কভি ইদ কভি দিওয়ালি", সম্প্রীতির বার্তা দিতেই নতুন ছবির ঘোষণা সলমনের!এই টুইটের পর ক্ষমা চেয়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ একটি টুইট করেছেন। টুইটে লিখেছে, "যা হয়েছে, সেটা অভিপ্রেত নয় কখনওই। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তবে ব্যাগ হারানোর আবেদনপত্র জমা পড়ে গেলে সব সময় মতো হবে।"নম তার পর জানিয়েছেন, সমস্ত দরখাস্ত করা হয়েছে বিমানবন্দরে। এখানেই শেষ নয়। সেই টুইটার ফিডের মধ্যেই এক নেটিজেন লিখেছেন, "যেটা আমাদের কাছে স্বপ্ন, এই অভিনেত্রীদের কাছে সেটাই বিলাসিতা।" তার পর আরও রেগে যান সোনম কাপুর। সেখানে তিনি লিখেছেন, "আপনি পাগল নাকি? আমরা বিলাসিতা করতে পারি, কারণ, আমাদের বাবারা সময়মতো পরিশ্রমটা করেছিলেন।"ইতিহাস বিকৃতি ও দুর্বল চিত্রনাট্যের শিকার "তানহাজি", সইফের অভিনয়ই একমাত্র প্রাপ্তিশেষবার সোনমকে দেখা গিয়েছিল "দ্য জোয়া ফ্যাক্টর" ছবিতে।

কোন রাশির পুরুষদের প্রতি মহিলারা বেশি আকৃষ্ট

১) মিথুন রাশি : মিথুন রাশির জাতকরা নিজ গুণ ও ব্যক্তিত্বের জেরে খুব সহজেই মেয়েদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেন। মিথুন রাশির পুরুষরা সহ"জাতভাবেই খুব রোমান্টিক প্রকৃতির হয়ে থাকেন। আর এই কারণেই মহিলারা খুব সহজেই এঁদের প্রেমে পড়ে যান। মহিলাদের সঙ্গে ঠিক কীভাবে কথা বলতে হয় তা মিথুন রাশির পুরুষরা খুব ভাল করেই জানেন।২) সিংহ রাশি : সিংহ রাশির পুরুষরা সত্যিকারেরই পুরুষ সিংহ। এরা একদিকে যেমন খুব ভালো মনের মানুষ হন, তেমনই এঁরা খুবই রোমান্টিক প্রকৃতির হয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, এই রাশির পুরুষরা খুব সহজেই মেয়েদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। নিজেদের ব্যক্তিত্বের গুণেই এই রাশির পুরুষরা খুব সহজেই মেয়েদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।৩) তুলা রাশি : তুলা রাশির পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। তাঁদের কথা বলা বা অন্যের সঙ্গে মত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে একটা নিজস্বতার ছাপ রাখেন। আর সেই কারণেই এই রাশির পুরুষের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হন মেয়েরা। শুধু তাই নয়, এই রাশির পুরুষরা নিজের জীবনের সঙ্গে সবকিছুই খুব ভালরকমভাবে ব্যালান্স করে চলতে পারেন। আর সেই কারণেই এই রাশির পুরুষরা মহিলাদের কাছে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য।

কী করলেন অক্ষয় কুমার? বলিউড অভিনেতার বিরুদ্ধে দায়ের হতে চলেছে মামলা

বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হোক। মহারাষ্ট্রের নান্দেদে এই মর্মে জেলাশাসক ও পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছে একটি মারাঠি সংগঠন। অক্ষয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, একটি বিজ্ঞাপনে তিনি মারাঠি যোদ্ধাদের অপমান করেছেন।

মারাঠি যোদ্ধা সংগঠন শম্ভাজি ব্রিগেডের তরফে নান্দেদের জেলাশাসক ও ভাজিরাবাদ পুলিশের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে পরিষ্কার "অপমান" কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। নিরমা ওয়াশিং পাউডারের একটি বিজ্ঞাপনে অক্ষয় কুমারকে মারাঠি রাজা দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে তাঁর যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে জিতে ফিরেছেন। এরপর ময়লা কাপড় নিজেরাই পরিষ্কার করছেন। বিজ্ঞাপনে অক্ষয় বলেছেন, "রাজার যোদ্ধারা জানে কীভাবে শত্রুকে ধরাশায়ী করতে হয়। পাশাপাশি কাপড় ধুতেও জানে তারা।"মারাঠি সংগঠনের দাবি এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে আঘাত করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন সংস্থা ও অক্ষয় কুমারের সমালোচনা করা হয়েছে। টুইটারে অনেকেই বলেছেন, "নিরমাকে বয়কট করা হোক।"

বিগত বছরে যেসকল বিশিষ্ট জনেদের হারিয়েছে বলিউড!

সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে ২০১৯-বেশ শোকে কেটেছে। বছর জুড়েই না ফেরার দেশে চলে গেছেন নানান বিশিষ্টজনরা। অভিনেতা থেকে শুরু অভিনেত্রী, পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক অনেককেই হারিয়েছে বলিউড ইন্ডাস্ট্রি।তবে তারা ছেড়ে চলে গেলেও সিনেমাপ্রেমীদের মনে এবং স্মৃতিতে সবসময় বিরাজমান থাকবেন।কাদের খান: বেশ কয়েকমাস ধরে অসুস্থ ছিলেন অভিনেতা। এমনকি তার মৃত্যুর গুজবও বেশ কয়েকবার শোনা গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু শেষমেষ ২০১৯-এর ১ জানুয়ারি তিনি সকলকে ছেড়ে চলে যান না ফেরার দেশে। কমেডি ছবিতে তাক লাগিয়েছেন তিনি। একজন অভিনেতার পাশাপাশি লেখক, পরিচালকও ছিলেন কাদের খান। "কুলি নম্বর ওয়ান", "মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি", "হিরো নম্বর ওয়ান", "দুলহে রাজা"-র মতো ছবি ছিল জনপ্রিয়। কলোনেল রাজ কাপুর: বিখ্যাত পরিচালক ছিলেন তিনি। শাহরুখের "ফৌজি" ধারাবাহিকের পরিচালক ছিলেন কলোনেল রাজ কাপুর। ১০ এপ্রিল মারা যান পরিচালক। পরিচালকের পাশাপাশি একজন অভিনেতাও ছিলেন। এমনকি শাহরুখ খান এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, তার অভিনয় জীবনে একটি বড় অংশ হল কলোনেল রাজ কাপুর।ভীরু দেবগণ: বলিউডের জনপ্রিয় অ্যাকশন মাস্টার ছিলেন ভীরু দেবগণ। বেশ কয়েকটি হিন্দি সিনেমাতে অ্যাকশন পরিচালনা করেছেন তিনি। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৭ মে মারা যান তিনি। অজয় দেবগণের বাবা ছিলেন ভীরু দেবগণ।কমেডিয়ান ডিনয়ার: "বাদশা", "খিলাড়ি", "বাজিগর"-এর মতো ছবিতে দর্শকদের খুব হাসিয়েছেন তিনি। এছাড়াও বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকে কাজ করেছেন। জানুয়ারিতে তিনি পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ৫ জুন তিনি মারা যান।গিরিশ কারনাড: দীর্ঘদীন ধরে তিনি বার্ধ্যকজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। ১০ জুন বেঙ্গালুরুতে তাঁর বসতবাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা। প্রখ্যাত নাট্যকর্মী এবং সমাজকর্মী ছিলেন তিনি। ১৯৭৪ সালে পদ্মশ্রী ও ১৯৯২ সালে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয় তাকে। চারবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কারও পান এই বর্ষীয়ান অভিনেতা।জে ওম প্রকাশ: ৬০-এর দশকের বিখ্যাত পরিচালক ছিলেন তিনি। ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন সকলেই তার ছবিতে কাজ করেছেন। ৭ অগস্ট তিনি মারা যান।বিদ্যা সিনহা: বলিউড ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন তিনি। "ছোটি সি বাদ", এবং পাতি পাতনি অর ওহ"-তে কাজ করেছেন তিনি। বেশকিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন অভিনেত্রী। ১৫ আগস্ট তিনি মারা যান।ভীরু কৃষ্ণান: "রাজা হিন্দুস্তানি"-র গুলাব সিংয়ের কথা আমাদের প্রত্যেকেরই মনে আছে। অভিনেতার পাশাপাশি তিনি একজন নৃত্যশিল্পীও ছিলেন। বলিউডের একাধিক অভিনেত্রীরা তার কাছ থেকে কত্থকের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

বিতর্কিত "ছপাক" নাকি অজয়-কাজলের "তানাজি", বক্স অফিসে এগিয়ে রইল কোন ছবি?

একদিকে অজয়-কাজলের কামব্যাক ছবি "তানাজি", অন্যদিকে "বিতর্কিত" ছবি মেঘনা গুলজার পরিচালিত, দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত "ছপাক"...মঙ্গলবার সন্ধ্যের আগে অবধি যদিও "ছপাক"-এর আগে বিতর্ক শব্দটি জুড়ে বসেনি। মঙ্গলবার আচমকাই দীপিকার জেএনইউ যাওয়া এবং ঐশীর সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে পড়ুয়াদের "পাশে আছি" বার্তা...চিত্রটা বদলে দিয়েছিল রাতারাতি। তারপরের ঘটনাটা সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে মোটামুটি সকলেরই জানা। ীবয়কট দীপিকা এবং ীবয়কট ছপাক-এ তখন ফেসবুক, টুইটারের দেয়াল ছয়লাপ। পাল্টা ট্রেন্ড ওঠে ীআইসাপোর্টদীপিকা।সিনেমায় রাজনীতির রং লাগতেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল দীপিকা অনুরাগীদের মনে। প্রশ্ন উঠছিল, তবে কি বক্স অফিসে এর খেসারত দিতে হবে দীপিকাকে? গতকাল মুক্তি পেয়েছে "ছপাক" এবং "তানাজি"। প্রথম দিনের নিরিখে এগিয়ে রইল কোন ছবি? জেএনইউ যাওয়ার মাসুল কি গুনতে হল দীপিকাকে? দেখে নেওয়া যাক হিসেব-নিকেশ।ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ বলছেন, প্রথম দিনের শেষে তানাজির ঝুলিতে এসেছে ১৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, যা নেহাতই সামান্য নয়। অন্যদিকে ছপাকের ঝুলিতে এসেছে ছয় কোটি টাকা। যদিও আর একটি সূত্র বলছে সংখ্যাটি ছয় কোটি নয়, সাত-সাড়ে সাত কোটির কাছাকাছি। পাচ-ছয়-সাত যাই না কেন হোক প্রথম দিনে বক্স অফিসে কিন্তু তানাজির দিকেই পাল্লা ভারী।দাঁড়ান, দীপিকা ফ্যানেরা। "ছপাক" পিছিয়েছে বলে মন খারাপ করার বিশেষ কারণ নেই। ছপাক মুক্তি পেয়েছে ১২০০টি স্ক্রিনে। অন্যদিকে তানাজির জন্য বরাদ্দ স্ক্রিন ২৭০০। মানে দ্বিগুণেরও বেশি। যত বেশি স্ক্রিন তত বেশি লোক। যত বেশি লোক তত বেশি টিকিট বিক্রি আর বক্স অফিসে লক্ষ্মীলাভ। তাই হিসেব কষলে দেখা যাবে সেই হিসেবে "ছপাক" কিন্তু খুব একটা পিছিয়ে নেই তানাজির থেকে।অন্যদিকে তানাজি বানাতে খরচ হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। অন্যদিকে ছপাকের বাজেট ৩৫ কোটি। প্রোমোশন নিয়ে অতিরিক্তআরও ১০ কোটি।তবে ফিল্ম অ্যানালিস্টদের একাংশ বলছেন, দীপিকা-মেঘনার ড্রিম প্রজেক্ট "ছপাক" বক্সঅফিসে যতটা কাঁপাবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল প্রথম দিনের অঙ্ক কিন্তু সে কথা বলছে না। জেএনইউয়ে পাশে থাকার বার্তা না কি তানাজির মতো বিগ-বাজেট ছবির সঙ্গে পাল্লা? কারণটা ঠিক কী?যদিও মোটে একদিন পার হয়েছে। "পিকচার অভি বাকি হ্যায়"...।এই শুক্রবার ১০ জানুয়ারি ছিল বলিউডের মহারণ। একই দিনে রিলিজ হয়েছিল হেভিওয়েট দুটো হিন্দি ছবি। অজয় দেবগণের ১০০তম ছবি "তানাজি-দ্য আনসাং ওয়ারিয়র" আর দীপিকা পাড়ুকোনের "ছপক"। পর্দায় দুই তারকার অভিনয়ই বারবার মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। বক্স অফিসেও অন্যান্য সময় সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দিয়েছে দুই অভিনেতার ছবি। তবে এবার বক্স অফিসের হেভিওয়েট লড়াইয়ে "ছপক"-কে পিছনে ফেলেছে "তানাজি"। প্রথম দিনে "ছপক"-এর বক্স অফিস কালেকশন ৫ কোটি টাকা। আর "তানাজি"-র বক্স অফিস কালেকশন তার থেকে প্রায় তিনগুণ বেশি, ১৫ কোটি। শনিবার টুইট করে তেমনটাই জানিয়েছেন, ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ।গত রবিবার হামলা হয়েছিল জেএনইউয়ের সবরমতী হোস্টেলে। তারপর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সবরমতী হোস্টেলে পৌঁছেছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীদের। এরপর থেকেই শুরু হয়েছিল জল্পনা। একতরফের দাবি ছিল "ছপক"-এর প্রচারের জন্যই জেএনইউতে গিয়েছিলেন দীপিকা। আর এক তরফের দাবি ছিল সুস্থ-স্বাভাবিক নাগরিক হিসেবে সঠিক কাজ করেছেন অভিনেত্রী। সেইসময়েই একাংশ "ছপক" বয়কটের দাবি তোলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় আগাম টিকিট কেটে তা বাতিল করার স্ক্রিনশট। যদিও নেটিজেনদের একাংশ জানায়, এই ছবি ভুয়ো। কারণ সবক্ষেত্রেই একই সিনেমা হল, একই শো টাইম মায় একই সিট নম্বরের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। তাই মোটেও সব স্ক্রিনশট সত্যি নয় বলে দাবি করেন তাঁরা। কিন্তু "ছপক" এবং "তানাজি"-র প্রথম দিনের বক্স অফিস কালেকশন দেখে এখন অনেকের মনেই জাগছে প্রশ্ন। তাহলে কি সত্যিই দর্শকদের একাংশ বয়কট করলেন দীপিকার "ছপক"-কে। যদিও এমনটা মানতে নারাজ বলিউড। দীপিকার জেএনইউতে যাওয়া নিয়ে যখন জল্পনা শুরু হয়েছিল তখনও অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বলিউডের প্রথম সারির অনেক তারকাই। অভিনেত্রীর ভক্তরাও এটা মানতে নারাজ যে দর্শকরা "ছপক" বয়কট করেছেন। বরং সপ্তাহ শেষে মেঘনা গুলজারের ছবিই বাজিমাত করবে বলে আশাবাদী তাঁরা।কাজল, শরদ কেলকারহাতিশালে হাতি ছিল। ঘোড়াশালে ঘোড়া। ছিল প্রবল পরাক্রমী বীর সেনাও। তবু যুদ্ধ জেতা হল না। মরাঠাদের গড় দখল করেও সেই হাতছাড়াই হয়ে গেল মুঘলদের।এবং কী আশ্চর্য! ছবির কাহিনির সঙ্গে কেমন ছত্রে ছত্রে মিলেমিশে গেল "তানাজি"র ভাগ্যও। অজয় দেবগন, সেফ আলি, কাজল, শারদ কেলকারদের মতো জাত অভিনেতারা আছেন। আছে দুর্দান্ত ভিএফএক্সে জীবন্ত হয়ে ওঠা মারকাটারি যুদ্ধ, রোমহর্ষক হিংস্রতার দৃশ্যায়ন, লার্জার-দ্যান-লাইফ চোখ ধাঁধানো সেটে তুমুল নাটকীয়তা, জমকালো কোরিওগ্রাফি এবং মানানসই রাজকীয় মেজাজ এনে দেওয়া গান, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর। অবশ্যই আছে দুর্দম পৌরুষ, তুমুল দেশপ্রেম, অবিচল কর্তব্যবোধে মোড়া বারো আনার সঙ্গে ড্রামা-ইমোশন-সেন্টিমেন্ট-কমেডির পাঁচমিশেলি চার আনায় ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা বীরগাথার জমাটি বিনোদন। তবু শেষরক্ষা হল কই? এমন ভরপুর ভিস্যুয়াল ট্রিট এবং দমদার এন্টারটেনার হয়েও স্রেফ তাতেই আটকে রইল "তানাজি"। বাস্তবজীবনের চেয়ে অকারণে বড় বেশি বড় হয়ে ওঠা চরিত্রায়নে, অযথা অতিনাটকীয় কার্যকলাপে এবং অনর্থক ঢিমেতালে বলা গল্পে তার চেয়ে বেশি কিছু আর করা হয়ে উঠল না ওম রাউত পরিচালিত, অজয় দেবগন প্রযোজিত এই বিগ বাজেট ছবির।সতেরো শতকে মুঘলদের হাত থেকে কোন্ধনা গড় পুনরুদ্ধারে প্রবল পরাক্রমী মরাঠা বীর তানাজির গৌরবময় ভূমিকার বীরগাথা নিয়েই এ ছবি। নাম ভূমিকায় অজয় দেবগন স্বয়ং। ছত্রপতি শিবাজীর (শরদ কেলকার) ডান হাত তানাজি মালুসরেকে কোন্ধনা গড়ে ফের মরাঠা স্বরাজ কায়েমের শপথ করিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী বাবা। সে যুদ্ধেই শিবাজিকে পরাস্ত করে পুরন্দর চুক্তিতে কোন্ধনা-সহ ২৩টি গড় ছিনিয়ে নেয় মুঘল সম্রাট অওরঙ্গজেব ওরফে আলমগীরের যোদ্ধাবাহিনী। তারপরেই মরাঠাদের সম্মান ও স্বরাজ ফেরাতে বদ্ধপরিকর হন ছত্রপতি শিবাজি। অন্য দিকে, উত্তর ভারত জুড়ে মুঘল শাসন কায়েমের পর এ বার গোটা দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারে নিজের বিশ্বস্ত যোদ্ধা রাজপুত সেনাপতি উদয়ভান রাঠৌরকে ভার দেন আলমগীর। পরাক্রম, ক্রূরবুদ্ধি ও নৃশংসতায় যার জুড়ি মেলা ভার। বাবাকে দেওয়া কথা এবং শিবাজি রাজের প্রতি অটুট আনুগত্যে স্ত্রী সাবিত্রী (কাজল) এবং ছেলে রায়ভা-র সুখী পরিবার, ছেলের বিয়ের যাবতীয় আয়োজন ফেলে রেখে একক নেতৃত্বে মরাঠা বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তানাজি। দু"দলের বিশ্বাসঘাতকদের ছলচাতুরিতে, উদয়ভানের হাত থেকে বোন কমলকে বাঁচাতে চাওয়া রাজপুত নেতার সহায়তায়, তুমুল বীরত্ব-প্রবল আনুগত্যের মোড়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নিজের প্রাণ খুইয়েও মরাঠাদের মান বাঁচাতে সমর্থ হন তিনি। তাঁর একক লড়াইয়ে ফের কোন্ধনা গড়ে মাথা তোলে মরাঠা স্বরাজের গেরুয়া পতাকা।কাজল-অজয় একসঙ্গেচেনা ছকের লার্জার-দ্যান-লাইফ পিরিয়ড পিসে একাধারে পরাক্রমী পৌরুষ, শৌর্য-বীর্যের মূর্ত প্রতীক, প্রবল দেশপ্রেমিক এবং দায়িত্ববান পত্নীনিষ্ঠ স্বামীর ভূমিকায় অজয় দেবগনকে যেমনটা লাগার কথা ছিল, ঠিক তেমনই লেগেছে। এক দিকে তিনি বীরপুরুষ-সুলভ চোখা চোখা নাটকীয় সংলাপে, মরাঠা জাত্যাভিমানে, শিবাজী রাজের প্রতি অটুট আনুগত্যে, তুখোড় যুদ্ধসকৌশলও অস্ত্রচালনায়, দড়ি বেয়ে অতল খাদ পেরোনো বা দুর্গম পাহাড় চড়ার অনায়াস বীরত্বে নজর কাড়েন। অন্য দিকে সেই তিনিই ছেলের বিয়ে নিয়ে আবেগে চোখের জল ফেলা স্নেহশীল পিতা কিংবা স্ত্রী-র সাধপূরণে দুজনকে এক ফ্রেমে দেখতে পাওয়ার আয়না কেনা প্রেমিক স্বামী।শিবাজীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ অভিনেতা শরদের জাত্যাভিমানের প্রমাণটুকু দেওয়া ছাড়া তেমন কিছু করার ছিল না। পতিব্রতা স্ত্রীর দায়িত্বপালন এবং এক-আধটা রোমান্টিক মুহূর্ত ছাড়া বিশেষ কিছু করার ছিল না কাজলেরও।তবে অজয় দেবগনের বীরগাথার এ কাহিনিতে চোখ টেনেছেন অবশ্যই সেফ আলি খান। তলোয়ারের এক কোপে হাতির শুঁড়, মরাঠা সেনা কিংবা নিজের বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকের মা উড়িয়ে দিতে এতটুকু হাত না কাঁপা, নিজে হাতে অবলীলায় কুমিরের রোস্ট থেকে মাংস খুবলে নেওয়া নৃশংসতা, বিপক্ষের চোখে ধুলো দেওয়া চাতুর্য, প্রেমিকার সম্মতি ছাড়া তাঁকে অধিকার করতে না চাওয়া পৌরুষে এবং স্রেফ দৃষ্টি ও হাসির ক্রুর হিংস্রতার মিশেলে সেফের উদয়ভান বারবারই ছাপিয়ে গিয়েছেন বাকিদের। এবং বোধ হয় নিজেকেও। এ ছবি তাই তানহাজির পাশাপাশি উদয়ভানেরও নিঃসন্দেহে।লড়াই এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির দৃশ্যগুলোয় প্রযুক্তির অনবদ্য ব্যবহা, রাজকীয় সেট, কেল্কো নকাহারার দুর্দান্ত সিনেম্যাটোগ্রাফি কিংবা অজয়-অতুলের জমজমাট ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর এবং চোখ ধাঁধানো কোরিওগ্রাফিতে এ ছবিতে বিনোদনের উপাদানের খামতি নেই। খুচরো কিছু লজিক্যাল ভ্রান্তি বাদ দিলে অ্যাকশন-ড্রামা-পিরিয়ড পিস প্রেমীদের নিরাশ হওয়ার কথাও নয়। বেশ কিছু দৃশ্য সত্যিই তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতোও।বাধ সাধল শুধু ছবির গতি এবং ইতিহাসের মূল গল্পকে অযথা টেনে লম্বা করে তুমুল অতিনাটকীয় রূপায়ণ!

স্ত্রীর পায়ের পাতায় কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে

সামুদ্রিক শাস্ত্র মতে, স্ত্রীর পায়েই লুকিয়ে রয়েছে স্বামীর সৌভাগ্যের চাবিকাঠি! তাই স্ত্রীকে যত্নে রাখলেই স্বামীর উত্থান অবিশ্যম্ভাবী। শাস্ত্র অনুযায়ী স্ত্রীয়ের পায়ের পাতায় থাকা একাধিক লক্ষণই বলে দিতে পারে তার স্বামী নিজের পরিশ্রমের দ্বারা কতটা উন্নতি করতে পারবেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক, স্ত্রীয়ের পায়ের পাতায় কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।পায়ের আঙুলপায়ের পাতার দ্বিতীয় আঙুল যদি একটু লম্বা হয় তাহলে সেই মহিলা অত্যন্ত যুক্তিবাদী হন।

যা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো স্বামীর ক্ষেত্রে তা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিকভাবে, কিন্তু পরে এই যুক্তিবোধের কারণেই স্বামীর পাশে দাঁড়ান এই মহিলারা। পায়ের প্রথম দুটি আঙুলের মধ্যে ফাঁকপায়ের প্রথম দুটি আঙুলের মধ্যে ফাঁক যদি কম থাকে, তাহলে সেই স্ত্রীর গড়নের জোরে স্বামীর ভাগ্য উজ্জ্বল হবে।চূড়ার মত আঙুলের আকারস্ত্রীর পায়ের পাতার আঙুল যদি পাহাড়ের চূড়ার মত হয়। তাহলে জেনে রাখতে হবে, সেই মহিলা স্বামীর জন্য খুবই শুভ। পায়ের পাতার এরকম আকার স্বামীর জন্য খুবই ভালো।গোড়ালিপায়ের গোড়ালি যদি গোলাকার হয় স্ত্রীর, তাহলে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে বিলাসবহুল জীবন। আর সেজন্য স্ত্রীর পায়ের যত্ন নিন! যাতে তার পায়ের গোড়ালি সুন্দর থাকে। চলাফেরাস্ত্রীয়ের চলার সময় যদি পায়ের পাতার কনিষ্ঠা ও অনামিকা মাটি না ছোঁয়, তাহলে সেই মহিলাকে নিয়ে খানিকটা অস্বস্তিতে পড়তে পারেন তার স্বামী।

শনিবার সর্বভারতীয় এসইসি এর উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষা কনভেনশনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হাইলাকান্দিতে সড়ক নির্মাণে দুর্নীতি বিভাগীয় মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বকে নালিশ

হাইলাকান্দি (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : হাইলাকান্দিতে পূর্ত বিভাগের কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। জেলায় সড়ক নির্মাণে রীতিমতো হরির লুট চললেও কর্তৃপক্ষ নীরব। বিভাগের এমন নীরবতায় জনমনে ক্ষোভ বাড়ছে। রাস্তা নির্মাণের নামে বরাদ্দ কাড়িকাড়ি টাকায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হলেও পরিবর্তনকামী সরকারের এনিয়ে কোনও হেলদোল নেই, মনে করছেন গ্রামগঞ্জের মানুষ।

আজকাল হাইলাকান্দি জেলায় পূর্ত বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা রাস্তা নির্মাণের নামে বরাদ্দ অর্থ হাপিস করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অথচ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বলে সচেতন মহলের অভিযোগ। হাইলাকান্দি জেলার আয়নাখাল চা বাগান এলাকায় প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার অধীনে একটি সড়ক নির্মাণের নামে ব্যাপক দুর্নীতি সংগঠিত হওয়ার অভিযোগ জানিয়ে এলাকার মানুষ রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা-সহ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু সুবিচার পাচ্ছেন না বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন অভিযোগকারীরা।

তাঁদের কাছে জানা গেছে, আয়নাখাল চা বাগানের সিংগালা সেকশন থেকে আয়নাখাল চা বাগান হাসপাতাল পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার অধীনে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। কাজও আরম্ভ হয়েছিল যথারীতি। কিন্তু চূড়ান্ত নিম্নমানের কাজ চলার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার মানুষ এ ব্যাপারে পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে নালিশ জানান।

এর পর হাইলাকান্দির পূর্ত দফতরের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার রফিক উদ্দিন চৌধুরী নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে যান। তখন স্থানীয় বাসিন্দা রাজু কেওট, শিবকুমার রবিদাস প্রমুখ ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরীর কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলেন, নিয়োজিত ঠিকাদার রাস্তা নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতি করছেন। এমন-কি এই ঠিকাদার বালির পরিবর্তে টিলামাটি ব্যবহার করছেন বলে তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এর ফলে রাস্তায় বসানো ব্লক যত্রতত্র সরে গিয়ে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বেহাল অবস্থার জন্য এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই একটি গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে।

এলাকার মানুষ এই রাস্তাটি নির্মাণে কীভাবে অনিয়ম হচ্ছে সেই বিবরণ জানিয়ে বেহাল রাস্তার ছবি-সহ অভিযোগ পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে পাঠিয়েছেন। শর্মার হস্তক্ষেপে শীঘ্রই এই রাস্তাটি পরিদর্শনে উচ্চস্তরীয় তদন্তকারী দল আসছে বলে জানা গেছে।

এদিকে এই রাস্তার ব্যাপারে হাইলাকান্দি পুর্ত বিভাগের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার রফিক উদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, এলাকার মানুষের অভিযোগ পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে বিহিত ব্যবস্থা নিয়েছেন। বর্তমানে অর্ধনির্মিত এই রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য এলাকার বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ।

পঞ্চায়েত নেতা রাজু কেওট অভিযোগ করে বলেন, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঠিকাদার এভাবে লুণ্ঠন চালাচ্ছেন। খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানাতে চলেছেন বলেও জানান তিনি। এলাকার মানুষের অভিযোগ, রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় লালিত ঠিকাদার সরকারি নীতি নির্দেশিকাকে অগ্রাহ্য করে নিম্নমানের কাজ করছেন। আর এক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি জমানায়ও উন্নয়নের অর্থ হাইলাকান্দিতে হরির লুট চলছে বলে তাদের অভিযোগ।

রাজনীতি এড়িয়ে বাঙালির আবেগকে ছুঁলেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): বিক্ষোভের আবহতেই এই শহরে এসে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওল্ড কারেন্সি ভবনে শনিবার প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পর বাংলায় 'আমার সোনার বাংলা' বলে অভিভূত করলেন সকলকে। এভাবে খানিকটা বাঙালির আবেগকে ছুঁতে চাইলেন তিনি। এরপরই তিনি ঘোষণা করলেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের তিন নম্বর গ্যালারির নাম 'বিপ্লবী ভারত' রাখা হবে। একই সাথে জানালেন, ওই গ্যালারিতে বিশেষ জায়গা দেওয়া হবে স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাণ হারানো বাঙালি বিপ্লবীদের।

এদিন কলকাতায় এসে তিনি স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েছেন তা জানালেন। বললেন, 'সংস্কৃতির বাতাবরণে ভরা কলকাতায় এলে আমার মন ভরে যায়। নিজেকে ব্যাপ্ত করতে ইচ্ছে হয়। অনেক পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে যায়, বেলুড়মঠের স্মৃতি আমাকে এখানে টেনে নিয়ে আসে'।

প্রধানমন্ত্রী জানান, 'ভারতের কলা সংস্কৃতি হেরিটেজ কে সংরক্ষিত করতে তা আবার মেরামত করার অভিযান পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে শুরু হল।' পরম্পরা ও পর্যটন শিল্পের সাথে ভারতবাসীর আবেগ যুক্ত বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের ভারতের সংস্কৃতিকে দুনিয়ার সামনে নতুন রূপে হাজির করার প্রচেষ্টার কথা জানান তিনি। দুনিয়ার দরবারের কাছে ভারতের হেরিটেজ ট্যুরিজম যে একটি নিদর্শন রাখতে পারে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করছে। এর ফলে রাজ্যসহ দেশের আয় বাড়বে বলেই মত নরেন্দ্র মোদীর। পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য রবীন্দ্র সেতুকে নবরূপে আলো ও মিউজিকের সাহায্যে সাজানো হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ, ক্ষুদিরাম বসু থেকে শুরু করে বিনয়-বাদল-দীনেশদের অগ্নিযুগের বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাস ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের তিন নম্বর গ্যালারিতে তুলে ধরা হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নেতাজির নামের লালকেল্লায় মিউজিয়াম হয়েছে। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ এর নাম করা হয়েছে তার নামে।' একই সাথে কার অভিযোগ, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এর সঠিকভাবে যত্ন নেওয়া হয়নি এতদিন। চারটি গ্যালারি দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে পড়েছিল। চাই সেগুলি আবার নতুন করে শুরু হোক। ভারত সরকারের কলকাতায় যে টাকশাল রয়েছে সেখানেও কয়েনের মিউজিয়াম শুরু হোক।'

ভিক্টোরিয়া হল, মেটাকাফ হাউস বিল্ডিং সহ ন্যাশনাল হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আশেপাশে নতুন দশকে বাংলাকে নতুন সম্মান দেওয়া হবে বলেও এদিন তিনি জানান।সঙ্গে বলেন, কলকাতা দিল্লি, মুম্বাই, আমেদাবাদ, বারাণসীতে নতুন মিউজিয়াম তৈরি করা হবে। যাতে আন্তর্জাতিক মানের প্রদর্শনী গ্যালারি, থিয়েটার, ড্রামার ব্যবস্থা থাকবে। ইতিমধ্যেই এই সব জায়গায় মিউজিকের জন্য জরুরী ও অত্যাধুনিক যন্ত্র লাগানোর কাজ শুরু হচ্ছে বলে জানান তিনি।

এদিন শহরে যেখানে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের স্লোগান ও কালো পতাকা ছেয়ে গেছে গোটা শহরঊ সেখানে দাঁড়িয়ে একটিও রাজনৈতিক কথা না বলে বাঙালির আবেগ ও ঐতিহ্যকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাধারণ মানুষের মনের আবেগকে ছুঁতে সক্ষম হলেন বলেই মনে করছেন অনেকে।

প্রধানমন্ত্রীর ছোঁয়ায় নুতন করে সংবাদে ঐতিহ্যের মেটকাফ হল

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : লালদিঘির পাশে পুরোনো দুর্গ আজ নিছকই ইতিহাসঊ সেখানে যে এককালে 'ব্ল্যাক হোল' ছিল, তা আজ ক'জনেরই বা জানাঊ এখন সেখানে কলকাতা জিপিও- সেই গম্বুজ ওয়ালা ভবনঊ একটু দক্ষিণে হেঁটে গেলে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের আগে স্ট্র্যাণ্ড রোডের ধারে মেটকাফ হলঊ ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিংয়ের অনুষ্ঠানেই সংস্কারলব্ধ মেটকাফ হলের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ

মেটকাফ হলের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৮৪০ সালে মেটকাফ হল তৈরির কাজ শুরু করেন তৎকালীন বৃটিশ গর্ভনর জেনারেল স্যার চার্লস মেটকাফ। ইউরোপীয় গ্রিসের এথেন্স নগরীর টাওয়ার অফ উইন্ডস-এর অনুকরণে এই হল তৈরি করা হয়। এর প্রতিটি কোনায় লুকিয়ে রয়েছে ইতিহাস। ১৮৪৪ সালে এই হলের নির্মাণকাজ শেষ হয়। হুগলী নদীর পশ্চিম দিক করে এই দালান গ্রিক স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরিঊ দ্বিতল বিশিষ্ট এই স্থাপত্য সত্যি দেখার মতো। এই হল নির্মাণে খরচ হয় ৬৮, ০০০ টাকা।

১৮৪৪ সালে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ৪,৬৭৫ টি বই নিয়ে মেটকাফ হলের দ্বিতীয় তলায় স্থানান্তরিত হয়। ১০ ফুট বুনিয়াদ ও ৩০ টি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই হল। মেসার্স বার্ন এন্ড কোম্পানি ভবনটি তৈরি করেন। আর নিচতলা ভাড়া নেয় রয়াল এগ্রি হর্টিকালারাল সোসাইটিঊ বিশ শতকের গোড়ায় গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন কলকাতায় সাধারণের জন্য একটি গ্রন্থাগার তৈরির কথা ভাবলেন। বঙ্গভঙ্গের জন্য বহুনিন্দিত এই রাজপুরুষ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণকে শক্ত মাটিতে দাঁড় করান, ঐতিহ্য রক্ষায় প্রণয়ন করেন আইন। মেটকাফ হল-এ নতুন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি সবার জন্য খুলে দিলেন ১৯০৩-এর ৩০ জানুয়ারি।

এই মেটকাফ হল এখন আছে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণের তত্ত্বাবধানে, আর এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রপত্রিকার সংগ্রহ রয়েছে এখানেই। স্বাধীনতার পর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির নাম বদলে জাতীয় গ্রন্থাগার করা হয়। স্বাধীনতার আগেই গ্রন্থাগার মেটকাফ হল থেকে উঠে এসেছিল এসপ্লানেড-এ।

ঐশীর সঙ্গে দেখা করলেন পিন্নারাই বিজয়ন

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : দুষ্কৃতি হামলায় আহত জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষের সঙ্গে দেখা করলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী।

শনিবার রাজধানী দিল্লিতে কেরল ভবনে ঐশীর সঙ্গে দেখা করেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিন্নাইরাই বিজয়ন। গত রবিবার জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মুখ বেঁধে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতি। গুরুতর জখম হন ঐশী সহ একাধিক পড়ুয়া। তাদেরকে উদ্ধার করে এইমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐশীর দাবি দুষ্কৃতি হামলা তার মাথা ফেটে যায়। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঐশী জানান, সমবেদনা এবং পাশে দাঁড়ানোর জন্য কেরল সরকারকে ধন্যবাদ। ঐশী ঘোষ এদিন স্পষ্ট করে দেন যে নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন নিয়ে সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। ঐশী আরও বলেন যে পিন্নারাই তাঁকে সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন-র

ভদোদরা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : শনিবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রাজধানীতে তাঁর বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং রাজ্যের নানান বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় মোদী ও সোরেনের ছবি টুইট করে এই তথ্য দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হেমন্ত সোরেন বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং ঝাড়খণ্ড ও ঝাড়খণ্ডীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা চেয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ২৯ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন হেমন্ত সোরেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এদিন তাঁর প্রথম সাক্ষাত।

'বিশ্বাস এবং সাইবার আস্থা প্রজেক্ট' -এর শুভসূচনা করলেন অমিত শাহ

আহমেদাবাদ, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : গুজরাটে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র গান্ধীনগরে 'বিশ্বাস এবং সাইবার আস্থা প্রজেক্ট' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই উদ্যোগের ফলে সাইবার ক্রাইম রোধে সহায়তা পাবে পুলিশ।

গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, সাইবার অপরাধে শিকার মানুষদের সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত ধারণা দেওয়া হবে। এক সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জর্জরিত গুজরাট এখন উন্নয়নের প্রতীক হয়ে উঠেছে। সাইবার অপরাধ সম্পর্কে জনগণকে অবগত করা একান্ত জরুরি। পুরনো গুজরাটের সঙ্গে বর্তমান গুজরাটের ফারাক তুলে ধরে অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'পোরবন্দরে সেই সময় আমি বহু বোর্ড দেখেছিলাম যেখানে লেখা থাকত এখান থেকে পোরবন্দরের সীমানা শুরু আর তাই ভারতের আইন এখানে চলবে না।' গুজরাটে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে পরিস্থিতি স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে দাঙ্গা, কার্ফু, হিংসা, অগ্নিসংযোগ সাধারণ ব্যাপার ছিল। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পরে সমাজবিরোধীদের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের আঁতাত বন্ধ হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে নরেন্দ্র মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন থেকেই রাজ্যের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন শুরু হয়।

প্রকল্প উদ্বোধন সম্পর্কে বলতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, বিশ্বাস এবং সাইবার আস্থা প্রকল্পের ফলে সাইবার অপরাধের উপর রাশ টানা যাবে। নয়ের দশকে গুজরাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য পরিচিত ছিল। কিন্তু ২০২০ সালে গুজরাট উন্নয়নের জন্য পরিচিত। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যে জগন্নাথদেবের

ছয়ের পাতায়

ভদোদরায় অক্সিজেন সিলিন্ডার ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮

ভদোদরা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : গুজরাটের ভদোদরায় এইমস ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রাইভেট লিমিডেট-এ বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮ঊ শনিবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং মেডিক্যাল গ্যাস (অক্সিজেন সিলিন্ডার) প্রস্তুতকারী ফ্যাক্টরি, এইমস ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড-এ বিস্ফোরণ হয়ঊ তীব্র বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনেরঊ পরে হাসপাতালে আরও দুজন মারা যান বলে জানা গিয়েছেঊ ঘটনাস্থলে গিয়ে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। শনিবার বেলা এগারোটা নাগাদ ভদোদরার ভাদু থানার অন্তর্গত পাদরা তালুকায় অবস্থিত এইমস ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড-এ বিস্ফোরণ হয়ঊ শক্তিশালী বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জন শ্রমিকের, পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়ঊ বিস্ফোরণের পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৭টি অ্যাম্বুল্যান্স এবং দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিনঊ কমপক্ষে ১০ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ এই বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা সাংবিধানিক দায়িত্ব : মমতা

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): শহর দু''দিনের সফরে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর মধ্যেই শনিবার রাজভবনে ১৫ মিনিট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন তিনি। বৈঠক শেষে মমতার জানান রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী আসলে তার সঙ্গে দেখা করা সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। যদিও মোদী-মমতার বৈঠক নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক সেরে মমতা জানান, 'রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী এলে তার সঙ্গে দেখা করা সাংবিধানিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দেখা করেন। সেই মতই ফিরহাদ হাকিম রাজ্যের মিনিস্টার ইন ওয়েটিং হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতেও গিয়েছিলেন।'

এদিন বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় নাগরিক পঞ্জী ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের আবেদনও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'এনপিআর, এনআরসি ও সিএএ-র আমরা তিনটিরই বিরুদ্ধে। মানুষে মানুষে বৈষম্য হওয়া উচিত নয়। কেউ যেন বাদ না যান। কারোর ওপর যেন অত্যাচার না হয় সেটাই প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি।' একইসাথে এনআরসি এনিয়ে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীকে ভাবনা চিন্তা করার কথা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, 'এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন এখন তো রাজ্যে এসেছি, প্রয়োজনে দিল্লিতে কথা বলে নেব।''

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে রাজ্য কেন্দ্রের আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের কাছে ২৮হাজার কোটি টাকা পাওনা আছে। আমরা ৫৪ হাজার কোটি টাকা শোধ করেছি। বুলবুলের ১০হাজার কোটি টাকা বকেয়া। অর্থাৎ মোট ৩৮ হাজার কোটি টাকা পাওনা কেন্দ্রের থেকে। আমাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে বলেছি'।

ছাত্রীকে ধারাল অস্ত্রের কোপ প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ স্থানীয়দের

সোনারপুর, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে গত মঙ্গলবার দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত হয় সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রী। আক্রান্ত ছাত্রীর নাম অঙ্কিতা দেবনাথ(১২)। অভিযোগ,বাইকে করে এসে ধারাল অস্ত্র দিয়ে মুখে আঘাত করা হয় ছাত্রীকে। মুখে, গলায়, নাকে গভীর ক্ষত নিয়ে বর্তমানে কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে ছোট অঙ্কিতা। গত মঙ্গলবার সোনারপুর থানার হাসানপুরে সাতসকালে এই ঘটনার জেরে দোষীদের শাস্তি ও ঘটনার সঠিক বিচারের দাবিতে শনিবার সকালে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ওই ছাত্রীর পরিবার ও স্থানীয় মানুষজন। এ বিষয়ে শুক্রবার রাতে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে ছাত্রীর বাবা রাজা দেবনাথ। তবে ঘটনার পর পুলিশ কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার কারনেই এদিন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

শনিবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত টানা ৪ ঘন্টা কালিকাপুর হাসপাতাল মোড়ে অবরোধে সামিল হয় এলাকার বাসিন্দারা। অবরোধে ছাত্রীর মা, বাবাও ছিলেন। রাস্তা বাঁশ দিয়ে আটকে মহিলারা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান। এর জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে সোনারপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। দোষীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেওয়ার পরই অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা।

এদিকে পুলিশ তদন্তে নেমে ঘটনার সাথে জড়িত দুই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। খুনের চেষ্টার মামলা রুজু হয়েছে বলে জানিয়েছেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসু। অতিরক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসু জানিয়েছেন, "প্রাথমিক তদন্তে অনুমান প্রেম ঘটিত কারনে এই ঘটনা ঘটেছে। দুই জন আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছে। মেয়েটির পরিস্তিতির দিকে আমরা নজর রাখছি। দোষীদের ছাড়া হবে না"। পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে খবর, সোনারপুর থানার অন্তর্গত চম্পাহাটি হাসানপুরের বাসিন্দা রাজা দেবনাথের দুই মেয়ে এক ছেলে। ছোট মেয়ে অঙ্কিতা দেবনাথ কালিকাপুর বাসন্তী দেবি বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। রাজা পেশায় সবজি বিক্রেতা। অঙ্কিতার মামা পিন্টু সরদার বলেন, "গত মঙ্গলবার সকালে স্কুলে ভর্তি হবার জন্য যাচ্ছিল অঙ্কিতা।

পথে অঙ্কিতাকে কেউ বাইকে করে এসে আক্রমন করে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে মুখে দিকে আঘাত করা হয়। গলায়, নাক, মুখে চোট নিয়ে রক্তাক্ত অবস্তায় সাইকেল নিয়ে পড়ে থাকে অঙ্কিতা। পাড়ার লোকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে গুরতর জখম অবস্তায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বেসরকারি হাসপাতালে পরে কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবস্তা ভালো নয়। অজ্ঞান হয়েই আই সি সি ইউ তেই আছে সে"। অনুমান, কেউ প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল অঙ্কিতাকে। ছোট মেয়ে পাত্তা দেয়নি তাতে। তাই আক্রোশবশত এই হামলা চালিয়ে খুন করার চেষ্টা করা হয়। এ বিষয়ে প্রথমে সোনারপুর থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে ও নেওয়া হয় নি। শুক্রবার রাতে অবশ্য অভিযোগ নেওয়া হয়। এই ঘটনায় এলাকার মানুষজন দোষীদের শাস্তি চাইছেন।

খড়গপুর টাটানগর ডিভিশনের নতুনভাবে নির্মিত রেল লাইনের কাজ পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার

ঝাড়্গাম, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর টাটানগর ডিভিশনের নতুনভাবে নির্মিত তিন নম্বর রেল লাইনে কলাইকুন্ডা থেকে ঝাড়্গাম পর্যন্ত সম্পন্ন করা হবে। নতুন লাইনের কাজ চলতি বছরেই শেষ হবে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার সেই লাইনের কাজ কেমন হচ্ছে তা দেখার জন্য পরিদর্শনে এসেছিলেন জেনারেল ম্যানেজার (আরভিএনএল, খড়্গাপুর) বিজয় কুমার।

এদিন তিনি সড়ডিহা থেকে খেমাশুলিতে তৃতীয় লাইন পাতার কাজ পরিদর্শন করে দেখেন।বিজয় কুমার জানিয়েছেন " এক বছরের মধ্যে আমরা কুলাইকুন্ডা থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত তৃতীয় লাইনের কাজ শেষ করতে পারা যাবে বলে আশা করছি।এদিন সেই লাইনের কাজ পরিদর্শন করলাম সড়ডিহা ,খেমাশুলিতে।কাজ খুবই ভালোই চলছে।" রেল সূত্রে জানা গিয়েছে খড়্গাপুর থেকে টাটানগর তৃতীয় লাইন পাতার কাজ শুরু হয়েছে।কাজটি করছে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা আরভিএনএল।তৃতীয় লাইনের কাজ সম্পন্ন হলে রেলের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত হবে।আরভিএনএল এর পক্ষ থেকে খুবই দ্রুততার সাথে কাজ করা হচ্ছে।পাশাপাশি বিভিন্ন স্টেশন গুলিকে সেই এলাকার বৈশিষ্ট অনুযায়ী সাজিয়ে তোল হচ্ছে।ঝাড়গ্রাম স্টেশনটিতে ভবন তৈরি হচ্ছে ঝাড়গ্রামের বিখ্যাত রাজবাড়ি মল্লদেব রাজবাড়ির আদলে। ঝাড়গ্রাম জেলার বাসিন্দারাও উদগ্রীব রয়েছেন কবে শেষ হবে এই তৃতীয় লাইনের কাজ।আরভিএনলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে খুব দ্রুত কাজ শেষ হবে।কলাইকুন্ডা থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত তৃতীয় লাইনের কাজ এই বছরই শেষ হবে বলে জানানো হয়েছে আরভিএনএলের পক্ষ থেকে।

বাংলাদেশে পাচারকালে দক্ষিণ শালমারার সুখচর সীমান্তে উদ্ধার ৩৪টি গরু

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার অন্তর্গত সুখচর থানাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নিলখিয়া গ্রামাঞ্চল থেকে আরও ৩৪টি গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ। গরুগুলি বাংলাদেশে পাচারের জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্তে নিয়েছিল দুষ্কৃতীরা।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার মধ্যরাতে নদীপথ অতিক্রম করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নিলখিয়া গ্রামে অভিযান চালায় সুখচর থানার পুলিশবাহিনী। দুষ্কৃতীরা দুটি ডিঙি নৌকায় গরু বোঝাই করে নদী পার করে সীমান্ত চরে নিয়ে যায়। সে সময় অভিযানকারী পুলিশের দল গরুগুলি বাজেয়াপ্ত করে। তবে পুলিশ দেখে পালিয়ে গা ঢাকা দেয় পাচারকারীরাষ ফলে গরু পাচারের সঙ্গে জড়িত কাউকে ধরতে পারেনি পুলিশ। বাজেয়াপ্তকৃত গরুগুলি হাটশিঙিমারির খোয়াড়ে রাখা হয়েছে, জানিয়েছেন খারুয়াবান্ধা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সুদীপ চৌধুরী।

মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনের দেওয়ালের একাংশ ভেঙে জখম যাত্রী

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : মহানায়ক উত্তর কুমার মেট্রো স্টেশনের দেওয়ালের একাংশ ভেঙে পড়ে গুরুতর জখম এক যাত্রী। তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে। গভীর ক্ষত নিয়ে আপাতত হাসপাতালে ভরতি ওই যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকেল চারটে পাঁচ নাগাদ।

জানা গেছে, মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশন দিয়ে যাচ্ছিলেন অবিনাশ সাহা নামে এক যাত্রী। সেই সময় আচমকাই ওই মেট্রো স্টেশনের দেওয়ালের একাংশ ভেঙে পড়ে। তাতেই গুরুতর আহত হন অবিনাশ সাহা নামে ওই যাত্রী। মাথা দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হতে শুরু করে তাঁর। তা নজরে পড়ে রেলপুলিশের। তিনি তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে নিয়ে যান। সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় তাঁর। তবে তাতেও বিশেষ শারীরিক উন্নতি হয়নি ওই যাত্রীর। বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁকে স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁর।

সমুদ্রে নজরদারি চালাবে সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমান

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : দেশের উপকূল এবং জলসীমানায় নজরদারি চালানোর জন্য ব্যবহার করা হবে সুখোই-৩০এমকেআই যুদ্ধবিমান বলে জানিয়েছেন দেশের নতুন বায়ুসেনা প্রধান আর কে এস ভাদোরিয়া।

শনিবার রাজধানী দিল্লিতে বায়ুসেনা প্রধান জানিয়েছেন, বায়ুসেনার দক্ষিণ এয়ার কম্যাণ্ডের অধীনে তাঞ্জোর এয়ারবেসে সুখোই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমানের নতুন একটি স্কোয়াড্রন গঠন করা হবে। মূলত মেরিটাইম (সমুদ্র বিষয়ক্ষেত্র) নজরদারি চালানোর জন্যই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আক্রমণাত্মক এবং রক্ষাণাত্মক ভূমিকায় থাকবে সুখোই। কারণ এই ধরণের যুদ্ধবিমানের সক্ষমতা অনেক বেশি। সিডিএস সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, তিনবাহিনীর যৌথ পরিকাঠামো এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সিডিএস। সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা হবে। সুখোই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমান সব প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য উপযোগী দূরপাল্লা যুদ্ধবিমান। দুইটি জেট-ইঞ্জিন বিশিষ্ট মাল্টিরোল এই যুদ্ধবিমান পারমাণবিক ব্রাহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম

গঙ্গাসাগরে বাস দুর্ঘটনায় পুণ্যার্থী সহ অন্তত ২০ জন আহত, ৯ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

ডায়মন্ড হারবার, ১১ জানুয়ারি(হি.স.) : গঙ্গাসাগরে বাস দুর্ঘটনা উ পুণ্যার্থী সহ আহত অন্তত ২০ জন। শনিবার সকলের গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান সেরে কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দিয়ে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনায় বাসে থাকা ২০-২৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ন'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁরা রুদ্রনগর হাসপাতালে চিকিৎসাধিন রয়েছেন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উদ্ধারের পর দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই বাসটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে পুণ্যাস্নান সারতে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পুণ্যার্থী ভিড় জমান গঙ্গাসাগরে। শুক্রবার থেকেই শুরু হয়ে গেছে গঙ্গাসাগর মেলা উ শনিবার দুর্ঘটনার কবলে পুণ্যার্থী বোঝাই একটি বাস উ এদিন সকালে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান সেরে কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন পুণ্যার্থীরা। পুজোর পর মুড়িগঙ্গা নদীতে ভেসেল ধরতে স্থানীয় একটি বাসে কচুবেড়িয়া ঘাটে আসছিলেন তাঁরা। বাসটিতে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাও ছিলেন। কুড়ি-পঁচিশজন যাত্রী নিয়ে গঙ্গাসাগর থেকে ছেড়েছিল। রুদ্রনগরের কাছে ক্ষুদেগুড়িয়া পোলের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বাসটি। নিয়ন্ত্রণ হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই বাসটি রাস্তার পাশের একটি নীচু জমিতে উলটে যায়। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে রুদ্রনগর হাসপাতালে নিয়ে যান। বাসে থাকা যাত্রীদের সকলেই দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ন'জনের চোট গুরুতর। তাঁরা প্রত্যেকেই রুদ্রনগর হাসপাতালে ভরতি। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই বাসটিকে উদ্ধারের পর বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

ঠিক হয়েছিল ভেঙে ফেলা হবে ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিং

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি. স.): প্রায় আট দশক আগে একবার দিল্লির কর্তারা ভেবেছিলেন লালদিঘির পাড়ে পুরনো বাড়িটা ভেঙে ফেলা হবেউ পরিকল্পনাও পাকা হয়ে গিয়েছিলউ বাধ সাধলেন কলকাতার সমকালীন কিছু ঐতিহ্যপ্রেমীউ

কিছু গুণীজন শুরু করলেন প্রতিবাদ আন্দোলনউ তার জের গড়াল দিল্লি পর্যন্তউ শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছিল বাড়িটিউ তারপর নানা উত্থান-পতন, হাতবদলের পর সেই বাড়িতেই শনিবার বিকেলে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ উদ্বোধন করলেন এই বাড়ির শিল্প গ্যালারি এবং এ শহরের তিনটি ঐতিহ্য সংরক্ষণ প্রকল্পেরউ

১৮৩৩ সালে তৈরি হয়েছিল ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিং নাম ভবনটিউ এটির ভিতরের উঠোন ২৫ মিটার দীর্ঘ এবং মিটার প্রস্থ প্রায় ২৫ মিটারউ উচ্চতা ১২ মিটারের মতউ এক সময় ছিল এখানে এক্সচেঞ্জ কারেন্সি অফিসউ ১৯৩৭ সালের পর কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিভাগ স্থানান্তরিত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কেউ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক এটি ব্যবহারের পরিকল্পনা করেউ ঠিক হয় এটি ভেঙে তৈরি হবে একটি বহুতলউ শুরু হয় ভাঙ্গার কাজওউ ভেঙ্গে ফেলা হয় ভিতরের গম্বুজউ এই নিশিহ্ন করণের কাজে নিরঞ্জন রায় নিখিল সরকার শ্রীপান্থ এদের মত কলকাতার কিছু সংরক্ষণপ্রেমী বিদগ্ধ মানুষ প্রতিবাদ করেনউ

শেষ পর্যন্ত সরকার পুরনো বাড়িটির সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের দায়িত্ব দেয় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে (এএসআই)উ ১৯৯৮ সালে বাড়িটিকে ঐতিহপূর্ণ ভবনের তকমা দেওয়া হয়উ সেইসঙ্গে পায় জাতীয় সৌধের স্বীকৃতিউ এর পর বেশ কয়েক দফায় সংরক্ষণ এর কাজ হয়েছে এখানেউ

মেনে নিল ইরান

আটের পাতার পর

ডোনাল্ড ট্রাম্পও বলেছিলেন, 'হয়তো কেউ ভুল করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছেউ' এবার ইরানও মেনে নিল 'ভুলবশত' ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতেই ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের যাত্রীবাহী বিমানউহিন্দুস্থান সমাচারউ রাকেশ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাছাড় জেলার পশ্চিম কাটিগড়ায় অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তনে জনজোয়ার

কাটিগড়া (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়ার সমাজসেবী উত্তমকুমার নাথের পশ্চিম কাটিগড়াষ অবস্থিত শিবনগরের বাড়িতে ভুবনমঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন তথা অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন দধিভাণ্ড ভঞ্জনের মাধ্যমে সম্পন্ন হল শনিবার। শুক্র ও শনিবার দুদিন ব্যাপী এই কীর্তনে জনজোয়ারে ভাসে এই অঞ্চল।

বৃহস্পতিবার রাতে অধিবাসের মাধ্যমে কীর্তনের শুভারম্ভ হয়েছিল। এর পর শুক্রবার ভোর থেকেই কীর্তন চলতে থাকে দিনভর। হরিনাম সংকীর্তনে কয়েক হাজার ভক্তপ্রাণ মানুষ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রতি বছর অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আবেগের স্রোত বয়ে আনে গোটা এলাকায়। বরাক উপত্যকার পাশাপাশি নাম শ্রবণে আগত বহিঃরাজ্যের লোকের উপস্থিতিতে লোকে লোকারণ্য পরিবেশ বিরাজ করে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় পরিলক্ষিত হয় এক মিলনের আবহ।

এবারকার হরিনাম সংকীর্তন পরিবেশনে এসেছিল বরাক উপত্যকার নামিদামি কীর্তনিয়া দল। এ সব দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গৌরমিলন সম্প্রদায়, প্রাণগোবিন্দ সম্প্রদায়, বাসুদেব সম্প্রদায়, রাধামাধব সম্প্রদায়। নাম সংকীর্তন উপভোগ করতে এসেছিলেন কংগ্রেস নেতা কনক নাথ, কুশিয়ারকুল গ্রাম পঞ্চায়েতের সভানেত্রী মিতা নাথ, বিশ্বহিন্দু পরিষদের হাফলং, ডিমা হাসাও এবং বরাক উপত্যকার বিভাগ সংগঠনমন্ত্রী প্রদীপ বৈষ্ণব, পশ্চিম কাছাড় জেলা সভাপতি পরেশচন্দ্র পাল, উপ-সভাপতি নিরঞ্জন দাস, জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞ দীপক ভারতী-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক রথিমহারথিরা। তাছাড়া বজরং দল ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্য-সহ বরাকের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ নাম সংকীর্তনে এসে যোগদান করেছিলেন।

ময়নাগুড়িতে বেআইনি মদ বিক্রি ও জুয়া খেলার অভিযোগে ধৃত ৫

ময়নাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে বেআইনি মদ বিক্রি ও জুয়া খেলার অভিযোগে পাঁচ জন গ্রেফতার করল পুলিশ।মদের হোম ডেলিভারির অভিযোগে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ শনিবার অশোক রায় নামে একজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতের কাছ থেকে ৩০ লিটার দেশি মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এছাড়াও দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে বিমল রায় নামে আরেকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে, ময়নাগুড়ি শহর এলাকার দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি থেকে তিন জুয়াড়িকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস বলেন, 'স্পেশাল অভিযান চলছিল। বেআইনি দেশি মদের হোম ডেলিভারির অভিযোগ ছিল। ধৃতদের জেরা করা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে জুয়াড়িদের নাম জানানো হয়নি।'

দিনহাটায় আগ্নেয়াস্ত্র ও নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ ধৃত ২

দিনহাটা, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ দুজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার দিনহাটা দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে একটি নাইন এমএম পিস্তল, তিনটি ওয়ান শাটার বন্দুক এবং ৭৫ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বাড়ি বিহারে। তারা কী উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দিনহাটায় এসেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার ডঃ সন্তোষ নিম্বলকর বলেন, 'গত চার মাসে এনিয়ে দিনহাটা মহকুমায় প্রায় ৩০টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।'

সফর বাতিল

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, কেননা সম্প্রতি অমিত শাহ বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের প্রতি অবহেলার অভিযোগ আনেন। ঢাকা রাখঢাক না করেই নিজেদের ক্ষোভ ভারতকে জানিয়ে আসছে। পর পর কয়েকজন মন্ত্রী এবং প্রতিনিধি পর্যায়ের ভারত সফরের কর্মসূচি বাতিলই তার প্রমাণ।

অমিত শাহের মন্তব্যে বিতর্ক সৃষ্টির পরে অবশ্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয় যে, বিগত সরকার ও সামরিক শাসনের অপব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ওই মন্তব্য করেন।

ঘোষণা হবে

● প্রথম পাতার পর

সূত্রের দাবি, প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন জেলা সভাপতি নির্বাচন সম্পন্ন না হলেও অসুবিধার কিছু নেই। সূত্রের বক্তব্য, ১৫ জানুয়ারির মধ্যেই ত্রিপুরায় নয়া বিজেপি সভাপতি নির্বাচিত হচ্ছেন।

এদিকে, বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতির দৌড়ে রয়েছেন সাতজন প্রার্থী। তাঁদের মধ্যে রাজীব ভট্টাচার্য, মানিক সাহা, প্রতিমা ভৌমিক, তাপস ভট্টাচার্য, টিঙ্কু রায়, সুজিত ব্যানার্জি এবং নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁদের মধ্যেই একজন নয়া সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

ত্রিপুরাকে

● প্রথম পাতার পর

এদিন প্রদ্যুৎ সাফ বলেন, বাঙালিদের সাথে আমাদের কোনও বিভেদ নেই। তাই সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রদ্যুৎকিশোর বলেন, ত্রিপুরা ইতিপূর্বে একাধিকবার শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। তাই এখন নতুন করে বোঝা বহনের ক্ষমতা নেই আমাদের। তাঁর দাবি, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বাঙালি কিংবা তিপ্রাসাদের জন্য নয়। এই আইন চালু করা হয়েছে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করতে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে তিনি আজ বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্যই ত্রিপুরাকে বলি করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ১ কোটির অধিক সংখ্যালঘুদের ভারতে আশ্রয় দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বেঁচে থাকতে ত্রিপুরায় এই আইন কার্যকর হতে দেব না, হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন তিনি। তাঁর কথায়, লড়াই ময়দানে হবে। সাথে আইনি লড়াইও চলবে। তিনি বলেন, সিএএ-এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি।

এদিন প্রদ্যুৎ জনজাতিদের উদ্দেশ্যে বলেন, ত্রিপুরায় জনজাতি অংশের সকলকে একজোট হতে হবে। না-হলে, নেতারা আমাদের উপর সবসময় ছড়ি ঘুরাবেন। তাঁর বক্তব্য, মিজোরাম, নাগাল্যান্ডে নেতারা ভূমিপুত্রদের কথা শুনেন। কিন্তু ত্রিপুরায় নেতাদের কথা আমাদের শুনতে হচ্ছে। তাঁর আবেদন, এই পদ্ধতি বদলানোর সময় এসেছে। আমরা যা বলব, নেতাদের সেই কথা শুনতে হবে।

অমিত শাহ

পাচের পাতার পর

রথযাত্রার সময় সুরক্ষা ব্যবস্থা ভগবানের ভরসায় থাকত। সেখানে পুলিশের কোনও ভূমিকা থাকত না। সেই সময়ের রাজনীতিবিদরা পুলিশের হাত থেকে অপরাধীদের রক্ষা করত। কিন্তু বিজেপি সরকার আসার পর গুজরাটের নতুন প্রজন্ম কার্ফু দেখেনি। অপরাধের ধরণ পরিবর্তন হওয়ায় পুলিশও পরিকাঠামোগত পরিবর্তন করে মোকাবিলায় তৎপর হয়েছে। বিজেপির নেতৃত্বে মানুষ এখানে নিরাপদ বোধ করছে। কংগ্রেসের এখনও বিজেপির পরিপূরক গড়ে তুলতে পারেনি। সেই কারণে দেশের যুব সমাজকে সিএএ নিয়ে উস্কে দিচ্ছে। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি জানিয়েছেন,গুজরাটের দুই সন্তান মহাত্মা গান্ধী এবং বল্লভভাই প্যাটেল স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিল। ঠিক তেমনি ভাবে নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ গোটা বিশ্বে ভারত ও গুজরাটের নাম উজ্জ্বল করেছে।

প্রথমদিনের বক্স অফিসে ছপাককে ছাপিয়ে গেল তানহাজি

মুম্বাই, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : দীপিকা পাড়ুকোন প্রযোজিত এবং অভিনীত, মেঘনা গুলজার পরিচালিত বিতর্কিত ছবি 'ছপাক'-এর প্রথমদিনের বক্স অফিস আয় দাঁড়িয়েছে ৪.৭৭ কোটি টাকা, যা নিতান্তই সাধারণ বলা যেতে পারে। বক্স অফিসে এই ছবির কঠিনতম চ্যালেঞ্জ, অজয় দেবগণ অভিনীত 'তানহাজি — দ্য আনসাং ওয়ারিওর'-এর আয়কে ছাপিয়ে যাওয়া, যার সম্ভাবনা আপাতত ক্ষীণ বলেই বোধ হচ্ছে।

ফিল্ম ট্রেড বিশেষজ্ঞ তরণ আদর্শ টুইটারে লিখেছেন, "প্রথমদিনে ছপাক একেবারেই সাধারণ কিছু নির্দিষ্ট মাল্টিপ্লেক্সে ভালো ব্যবসা করেছে। তবে বড় শহরের বাইরে প্রত্যাশার অনেক কম আয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে এই আয় না বাড়লে মুশকিল।"

অন্যদিকে হুড়মুড় করে এগিয়ে চলেছে অজয় দেবগণ, কাজল এবং সইফ আলি খান অভিনীত 'তানহাজি: দ্য আনসাং হিরো', যা 'ছপাক'-এর মতোই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ১০ জানুয়ারি। প্রথমদিনে ছবির আয় ১৫.১০ কোটি টাকা।

ওম রাউত পরিচালিত এই ছবির নায়ক হলেন মারাঠা যোদ্ধা এবং শিবাজির সতীর্থ তথা ঘনিষ্ঠ বন্ধু তানহাজি (বাংলায় তানাজি) মালুসারে। শিবাজির পতাকা হাতে নিয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে নামতেন তানাজি। কোন্ডানা দুর্গ পুনরুদ্ধার করতে মুঘলদের সঙ্গে সংগ্রাম করেন তিনি।

'তানহাজি' অজয় দেবগণের কেরিয়ারের শততম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি।'তানহাজি'র প্রথমদিনের বক্স অফিস আয় সম্পর্কে তরণ আদর্শ জানিয়েছেন, "প্রত্যাশার অতিরিক্ত আয় করেছে। দুপুরের পর থেকে দ্রুত হারে আয় বাড়তে শুরু করেমুখে মুখে যা সুখ্যাতি ছড়াচ্ছে, তাতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে আরও মজবুত হবে ব্যবসা।"

এর আগে বলিউডের মার্কেটিং তথা প্রচার বিশেষজ্ঞ গিরিশ জোহর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে জানান, "খুব বড় আকারের ছবি 'তানহাজি'। মারাঠা সম্প্রদায়ের এক ভুলে যাওয়া বীরের কাহিনি। ছবি মুক্তির আগে চারপাশের কথাবার্তা শুনে যা মনে হচ্ছে, বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা দেবে। তিন হাজারের বেশি স্ক্রিনে মুক্তি পাচ্ছে ছবিটা। এবং থ্রি-ডি তেও মুক্তি পাচ্ছে, বড়পর্দায় বড় মাপ বোঝাতে। 'ওয়ার্ড অফ মাউথ' যদি ভালো হয়, তবে বক্স অফিসে চলবেও অনেকদিন।"

গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালা বাঁচানোর কোনও পথ নেই, জানিয়ে দিল কেন্দ্র

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি(হি. স.): বেহালার গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালা বাঁচানোর কোনও পথ নেইউ শনিবার কেন্দ্রের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল এ কথাউ

ব্রিটিশ সরকারের পদস্থ আধিকারিক স্যার গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) গ্রামবাংলার নানা স্থান থেকে স্থানীয় সংস্কৃতির নানা দ্রষ্টব্য নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রহ করেন. ১৯৩২-এ তাঁর ওই সংগ্রহ দেখে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেগুলিকে 'প্রকৃত জহুরির কাজ' বলে চিহ্নিত করেন। এই সংগ্রহ ও ব্রতচারী আন্দোলনের ব্যাপারে গুরুসদয়বাবু অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন স্ত্রী সরোজনলিনী দেবীর কাছে। জোকার এই সংগ্রহশালা তৈরী হয় সেই সব সম্ভার নিয়ে।

গত দু দশক ধরে সংগ্রহশালায় কাজ করছেন বিজনকুমার মণ্ডল। গত ১০ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সচিব। 'হিন্দুস্থান সমাচার'কে তিনি শনিবার বলেন, "১৯৮৪ সালে বেঙ্গল ব্রতচারী সমিতির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ডেভলপমেন্ট কমিশনারের (হ্যান্ডলুম) চুক্তিতে ঠিক হয়েছিল, সংগ্রহশালা রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের যাবতীয় অর্থ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। বছর তিন আগে ডেপুটি ডিরেক্টর (হ্যান্ডলুম) এম প্রভাকরন চিঠিতে জানালেন ১৯৮৪-র চুক্তি আর কার্যকর করা হবে না। ২০১৭-র ডিসেম্বর মাস থেকে আর কেন্দ্রের টাকা পাইনিউ"

কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের অনুদানপ্রাপ্ত গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালার বেহাল দশা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ডেভেলপমেন্ট অব মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল স্পেসের সিইও রাঘবেন্দ্র সিংহ জানান, "ওই সংগ্রহশালাকে পুনরুজ্জীবিত করা কার্যত অসম্ভব।"

বিজনকুমার মণ্ডল বলেন, "২০১৮-র নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের সচিব হিসাবে রাঘবেন্দ্র সিংহ সংগ্রহশালায় এসেছিলেনউ সে সময় তিনি এবং সংগ্রহশালার চেয়ারম্যান প্রবীন শ্রীবাস্তব এটিকে বাঁচানোর ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেনউ এর পর প্রবীনবাবু আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিজি এবং সদস সচিব পদে উন্নিত হনউ তার পর বদলি হন ত্রিপুরায়উ গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালা নিয়ে রাঘবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে পারেননিউ শুনেছিলাম এ মাসেই ওদের দু'জনের কথা হতে পারেউ কিন্তু আপনার কাছেই শুনলাম কেন্দ্র আর এর দায় নিতে চাইছে নাউ"

চরম অনিশ্চয়তাই সংগ্রহশালার ১৩ কর্মীওউ ওদের ১০ জন ছিলেন স্থায়ীউ তাঁরা জানান, ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠান বাঁচাতে দু বার চিঠি দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।একবার চিঠি পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কোনও লাভ হয়নি। বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে বাংলার লোকশিল্পের অমূল্য সম্ভারের সংগ্রহশালা। মুখ্যমন্ত্রীকে শেষ চেষ্টা হিসাবে ফের চিঠি দিচ্ছেন গুরুসদয় সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ।

এখানকার উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য গুলির মধ্যে আছে দশম-দ্বাদশ শতকের ৪৪টি পাথরের ভাস্কর্য, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের ১৯৮টি কাঠের কাজ, ১৬শ-উনবিংশ শতকের ২০৯টি নানা রকম টেরাকোটার কাজ, ৪১৯টি প্রাচীন পুতুল ও খেলনা, ১৩০টি দশাবতার তাস, ২৯০টি স্ক্রল, ৭৩টি কালিঘাটের পট প্রভৃতি। রাঘবেন্দ্র সিংহ জানিয়েছেন, গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালার বিভিন্ন জিনিস ভারতীয় যাদুঘরে নিয়ে আসার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

পাকিস্তানের মোকাবিলায় ব্যবহার করা হবে অ্যাপাচি, জানাল সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : পাকিস্তান লাগোয়া সীমান্তে অত্যাধুনিক অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হবে বলে শনিবার জানিয়েছেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে। নিয়ন্ত্রণ রেখায় নজরদারি চালানোর সময় ইনটেলিজেন্স রিপোর্টকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে পাকিস্তানের হামলা রোধ করা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেনাপ্রধান বলেন, পাকিস্তান লাগোয়া পশ্চিম সীমান্তে সেনাবাহিনীর জন্য একটি অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার ইউনিট গড়ে তোলা হবে। এই ইউনিটে থাকবে ছয়টি হেলিকপ্টার। পাকিস্তান সেনার আর্মাড ডিভিশনের মোকাবিলা করতে পুরো মাত্রায় সক্ষম এই হেলিকপ্টার।

নিয়ন্ত্রণ রেখায় ইনটেলিজেন্স তথ্যের গুরুত্ব ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, প্রতিদিন ইনটেলিজেন্সের (গুপ্তচর) মাধ্যমে খবর পাওয়ার ফলে পাকিস্তানের বর্ডার অ্যাকশন টিমের অর্তকিত হামলা রোধ করা গিয়েছে। যে কোনও হামলা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে ভারত যে আগে থেকে অনেক বেশি প্রস্তুত তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোয়েনিং কোম্পানির তৈরি অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টারে নাইট ভিশন সিস্টেম, লক্ষ্যে হামলা চালানোর জন্য নোস-মাউন্টেড সেনসর স্যুট, ৩০এমএম চেইন গান, এজিএম-১১৪ হেলফায়ার শ্রেণীর ক্ষেপণাস্ত্র এবং হাইড্রা-৭০ রকেট বহনে সক্ষম এই হেলিক্টার শত্রুপক্ষের রাতের ঘুম কেঁড়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অন্যদিকে স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের জওয়ানদের নিয়ে গঠিত পাকিস্তানের বর্ডার অ্যাকশন টিম একাধিকবার ভারতীয় সেনাঘাঁটিতে হামলার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তা রোধ করেছে ভারতীয় সেনা।

সুদের টাকা না পেয়ে যুব খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য মিনাখাঁয়

বসিরহাট, ১১ জানুয়ারি(হি,স) : বাবুর আলী গাজী (৩০) নামে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ গ্রামের মাঠের পাশে পড়ে থাকতে দেখে শনিবার সকাল থেকে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মিনাখাঁ শংকরদহ গ্রামে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় মিনাখা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মিনাখাঁর শংকরদহ গ্রামের বাসিন্দা বাবুর আলী গাজী পেশায় ইটভাটার শ্রমিক। শনিবার সকালে গ্রামের মাঠের পাশে তার রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের তরফ থেকে খবর দেওয়া হয় মিনাখাঁ থানার পুলিশকে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, ধার করে নেওয়া টাকার সুদ দিতে না পারায় খুন করা হয়েছে ওই যুবককে। অভিযোগ, বেশ কিছুদিন আগেই স্থানীয় একটি ইটভাঁটার এক ঠিকাদারের কাছ থেকে ইটভাটায় কাজের নাম করে ১৬ হাজার টাকা ধার করে নিয়েছিলেন বাবুরালি। কিন্তু ওই ইটভাটায় কাজ না করায় টাকার জন্য চাপ দিতে থাকেন ওই ঠিকাদার। সেইমতো বাবুর আলীর মা বেশ কিছুদিন আগেই ওই টাকা ফেরত দেন ঠিকাদারকে। তারপরও ধার দেওয়া টাকার সুদ না দেওয়ায় সুদের টাকার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন ওই ঠিকাদার বলে অভিযোগ ওঠে পরিবারের পক্ষ থেকে। তারপরে শনিবার ওই যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য ওই ঠিকাদারের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে পরিবারের পক্ষ থেকে। যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মিনাখা থানার পুলিশ।

সাবধানে চালাও, নিজের জীবনের পাশাপাশি পথ পশুদেরও জীবন বাঁচাও, বার্তা আসানসোল-দুর্গাপুর ট্রাফিক পুলিশের

দুর্গাপুর,১১ জানুয়ারি (হি.স.) : "ওরা মুখে বলতে পারে না। বেপরওয়া গতিও বুঝতে পারে না। রাস্তার ওপর বিচরন করলেও বাঁচার অধিকার আছে। আর তাই "গাড়ি আস্তে চালান। নিজের জীবনের পাশাপাশি পথ পশুদেরও জীবন বাঁচান।" শনিবার দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে ৩১ তম জাতীয় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে নতুন বার্তা দিল আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ।

উল্লেখ্য, শিল্পশহর দুর্গাপুরের বুক চিরে চলে গেছে ২ নং জাতীয় সড়ক। এছাড়াও রয়েছে একাধিক রাজ্য সড়ক ও শহরের গুরুত্বপুর্ন রাস্তা। ওই সমস্তার বেশ কিছু এলাকায় অবাধে গবাদি পশু ও সারমেয় ঘুরতে দেখা যায়। কারন রাস্তার মাঝে ডিভাডারে সবুজ ঘাস যেমন গবাদি পশুরকে টানে। তেমনই রাস্তার পাশে অনেক সময় উচ্ছিষ্ট খাবার পড়ে থাকায় সারমেয়দের আনাগোনা থাকে। রাস্তার ওপর যান চলাচলের গতি কখনই তারা বোঝে না। ফলে প্রায়ই নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার ওপর পথ পশুকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনা যেমন হয়। তেমনই ওইসব পথ পশুও দুর্ঘটনার শিকার হয়। অনেকসময় দুর্ঘাটনায় পথ পশুর প্রানহানিও হয়।

শনিবার দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে ৩১ তম জাতীয় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করে আসানসোল-দুর্গাপুর ট্রফিক পুলিশ বিভাগ। এছাড়াও সামিল ছিল পথ পশুদের চিকিৎসায় যুক্ত সুচেতনা ফাউন্ডেশন, আশ্রয়, ডিএসপিসি নামে সেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। উপস্থিত ছিলেন এসিপি ট্রাফিক শ্বাশতী শ্বেতাসামন্ত। সিটিসেন্টারে সচেতনাতার জন্য বিশেষ র‍্যালিও করা হয়। এদিন এসিপি ট্রাফিক শ্বাশতী শ্বেতা সামন্ত জানান,' দুর্গাপুরে ২ নং জাতীয় সড়ক সহ শহরে ৪ টি জায়গা "ক্যাটেল করিডর" আছে। চালকদের সতর্কতার জন্য জায়গাগুলিতে সতর্কিত বোর্ড লাগানো হয়েছে। এছাড়াও আশপাশের বাসিন্দা ও খাটালে মাসে দুবার সচেতনতা শিবির করা হয়। গরু, মোষের প্রচুর দাম। তাই সেগুলি রাস্তার ওপর যেন না ছেড়ে দেয়। তাতে তাদের নিজেদের লোকসান যেমন হবে, তেমনই রাস্তায় দুর্ঘটনা হতে পারে।' এদিনের কর্মসুচীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' এতদিন সাবাধানে চালাও জীবন বাঁচাও বলে এসেছি। এবার একটা নতুন বার্তা দেওয়া হচ্ছে। শুধু মানুষের জীবন না। পথপশুদেরও জীবন বাঁচানোর বার্তা দিতে চাইছি।'

সংস্কার করা ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিংয়ে আজ প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : কলকাতা সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী ডালহৌসি চত্বরের সংস্কার করা ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিং পরিদর্শন করতে যাবেন। এই ভবনে বাংলার শিল্প সংক্রান্ত ১৩টি গ্যালারির উদ্বোধন করা হবে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক জানাচ্ছে, এই গ্যালারিতে ব্রিটিশদের কলকাতার পর থেকে বাংলায় যত রকমের শিল্পধারার জন্ম হয়েছে তার একটা বড় অংশ দেখা যাবে।

মন্ত্রক জানাচ্ছে, ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিংয়ে বসেই প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন মেটকাফ হাউস, ন্যাশনাল লাইব্রেরির বিশেষ প্রদর্শনী এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সাতটি গ্যালারি। এর মধ্যে মেটকাফ হাউসে 'বাংলার চলচ্চিত্রের শতবর্ষ' নামে একটি বিশেষ প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হবে। জাতীয় গ্রন্থাগারের বেলভেডিয়ার হাউসে ইতিমধ্যেই একটি ভারতীয় জাদুঘরের বেশ কিছু সামগ্রী নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপর একটি আলাদা গ্যালারিও খোলা হয়েছে এখানে।

এ বার বেলভিডিয়ার হাউসে 'শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ' নিয়ে বিখ্যাত বিদেশি আলোকচিত্রশিল্পীদের তোলা ছবির প্রদর্শনী। থাকবে রাজা দীনদয়ালের তোলা বিরল কিছু ছবি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের রয়্যাল গ্যালারি ২৫ বছর বন্ধ থাকার পর রবিবারই নতুন করে খোলা হবে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'ভারতমাতা', টিপু সুলতানের তলোয়ার ছাড়াও এই গ্যালারিতে রয়েছে আরও অনেক আকর্ষক সামগ্রী।

ডেভেলপমেন্ট অফ মিউজিয়ম অ্যান্ড কালচারাল স্পেসের উপদেষ্টা রঘুবেন্দ্র সিং বলেন, 'বাংলা বরাবরই দেশকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে। বাংলা নিয়ে আমাদের আরও অনেক কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে বাংলা সবসময়ই বিশেষ সম্ভ্রম পায়। বাংলার শিল্প ও কৃষ্টিকে আরও বেশি করে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে নানা ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের।

দিনভর কলকতার বিভিন্ন এলাকায় মোদী বিরোধী বিক্ষোভ

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি(হি. স.): প্রধানমন্ত্রী শহরে আসার আগেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। যা চলে দিনভর উ এদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি বিক্ষোভে সামিল হয় নাগরিক সমাজও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন ছিল পুলিশবাহিনী। অবরোধকারীদের সরিয়ে দেয় পুলিশ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর কনভয় যাওয়ার পথ সামলানোর দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। প্রধানমন্ত্রীর সফরে রাজনীতি থাকা উচিত নয়।

যাদবপুরে 'গো ব্যাক মোদী' বার্তা দিয়ে মিছিল করে পড়ুয়ারা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারাও মিছিল সামিল হন। বিভিন্ন বাজনা, পোস্টার নিয়ে মিছিল করেন পড়ুয়ারা।

ধর্মতলাতেও মোদী বিরোধী মিছিল। লেনিন সরণি দিয়ে ধর্মতলা যায় মিছিল। কালো বেলুন, পোস্টার, জাতীয় পতাকা হাতে মিছিলে পড়ুয়ারা। মিছিলে সামিল হয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের পড়ুয়ারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন পুলিশবাহিনী।

এরই মধ্যে শনিবার বিকেল রাজভবনে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক শুরু হয়। দু'জনের বেশ কিছুক্ষণের বৈঠক হয়। বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়েই রাজনৈতিক মহলে শুরু ব্যাপক গুঞ্জন। কী কথা হতে পারে দুই নেতার। নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসি নিয়ে মোদীকে কী বলেছেন মমতা? মমতার প্রশ্নেরই বা কী উত্তর দিয়েছেন মোদী?

এছাড়াও এনপিআর নিয়েও আপত্তি রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এরাজ্যে এখনই এনপিআর চালু করা হবে না বলেও জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনপিআর নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনার বার্তা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। আর তাই সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নিজেই উদ্যোগী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন কি না সে ব্যাপারেও কৌতুহল রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

সৌরভ বিসিসিআইয়ে, এবার সিএবির বড় পদ পেতে পারেন দাদা স্নেহাশিস

সৌরভ ছাড়া গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের আরও দুই সদস্য সিএবির কার্যকরী সমিতিতে এবছরই প্রবেশ করেছেন। একজন হলেন সৌরভের দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় অপরজন কাকা দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভ সিএবির পাট চুকিয়ে চলে গিয়েছেন বিসিসিআইয়ের দায়িত্বে। তাঁর অনুপস্থিতিতে এবার দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় হতে পারেন সিএবির সচিব। সব ঠিক থাকলে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই সিএবির সচিব পদে যোগ দেবেন স্নেহাশিস।গতবছর সেপ্টেম্বরেই সিএবির নতুন কমিটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন স্নেহাশিস। ভাই সৌরভ যখন প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন স্নেহাশিস বাংলার ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার কার্যকরী সমিতিতে ছিলেন সাধারণ সদস্য হিসেবেই। সেই কমিটিতেই কোষাধ্যক্ষ হিসেবে ছিলেন তাঁর কাকা দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। সিএবি সূত্রের খবর, সৌরভের অনুপস্থিতিতে সভাপতি হবেন বর্তমান সচিব তথা জগমোহন ডালমিয়ার পুত্র অভিষেক ডালমিয়া। সেটা হলে ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে অভিষেকই সম্ভবত সবচেয়ে কম বয়সী হিসেবে কোনও ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন। এবং অভিষেক ডালমিয়ার ছেড়ে যাওয়া সচিব পদে আসবেন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। তবে, স্নেহাশিসের নির্বাচন নিয়ে এখনও সংশয় আছে। শোনা যাচ্ছে, সিএবিতে সৌরভের বিরোধী পক্ষের তরফে প্রবীর চক্রবর্তীকে প্রার্থী করা হতে পারে তাঁর বিরুদ্ধে।''ক্রিকেটারদের মধ্যে লড়াই তৈরি করা পছন্দ করি না'', বিস্ফোরক কোহলিস্নেহাশিস এবং প্রবীর, দু''জনেই যদি সচিব পদের জন্য আবেদন করেন, সেক্ষেত্রে ভোটাভুটিতে যেতে হতে পারে সিএবিকে। তবে, বাংলার ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা নির্বাচনে যেতে রাজি নয়।

তাঁরা বরং, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন। আর তাতে ভরসা খোদ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সিএবির কর্তারা চাইছেন, সৌরভই উদ্ভুত সমস্যার সমাধান করুন। সৌরভের কোর্টে বল চলে গেলে, স্নেহাশিস বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাবেন বলেই মনে করছে ক্রিকেট মহল। সৌরভের মতো না হলেও, ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে একসময় স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বেশ জনপ্রিয় নাম। বাংলার হয়ে ৫১টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচও খেলেছেন স্নেহাশিস। তাই, ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতার দিক থেকেও প্রবীরের থেকে এগিয়ে স্নেহাশিস।

টি-২০ র‍্যাংকিং''য়ে বড়সড় লাফ সাইনিদের

নয়াদিল্লি: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সদ্য-সমাপ্ত সিরিজে উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্সের জের। বছরের প্রথম প্রকাশিত টি-২০ র‍্যাংকিং''য়ে বড়সড় লাফ দিলেন জাতীয় দলের পেসার নভদীপ সাইনি। র‍্যাংকিং''য়ে উল্লেখযোগ্যভাবে এগোলেন দুরন্ত পারফর্ম করা শার্দুল ঠাকুরও। ব্যাট হাতে ভালো পারফর্ম করা কেএল রাহুল ২৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করলেও নয়া প্রকাশিত র‍্যাংকিং''য়ে তাঁর অবস্থান কিছু হেরফের হল না। ভারতীয় ওপেনার রইলেন ছয় নম্বরেই।শনিবার প্রকাশিত টি-২০ র‍্যাংকিং''য়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় এক ধাপ উঠলেন বিরাট কোহলি। নয়া প্রকাশিত র‍্যাংকিং''য়ে নবমস্থানে ভারত অধিনায়ক। শুক্রবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয় এবং ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে শুক্রবার প্রকাশিত র‍্যাংকিং''য়ে। দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সিরিজের দু''টি ম্যাচেই রান এসেছে রাহুলের ব্যাটে। প্রথম ম্যাচে ৩২ বলে ৪৫ ও দ্বিতীয় ম্যাচে ৩৬ বলে ঝকঝকে ৫৪ রানের ইনিংসের সৌজন্যে ২৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছেন দক্ষিণী ওপেনার। তবে র‍্যাংকিং''য়ে তাঁর অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি। পঞ্চমস্থানে থাকা অজি মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যান গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের থেকে ছয় পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছেন তিনি।বছরের প্রথম প্রকাশিত টি-২০ র‍্যাংকিং''য়ে একধাপ এগিয়ে ন''য়ে উঠে এলেন টেস্ট এবং ওয়ান-ডে র‍্যাংকিং''য়ে শীর্ষস্থানে থাকা বিরাট। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে অর্ধশতরানে ভর করে র‍্যাংকিং''য়ে এক ধাপ উঠলেন আরেক ভারতীয় ওপেনার শিখর ধাওয়ান। র‍্যাংকিং''য়ে চার ধাপ উন্নতি হল মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যান মনীশ পান্ডের। আপাতত ১৫তম স্থানে এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। তবে সবকিছু ছাপিয়ে র‍্যাংকিং''য়ে প্রভূত উন্নতি ভারতীয় ফাস্ট বোলারদের।শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দু''ম্যাচে ৫ উইকেট সংগ্রহ করে সিরিজ সেরা হওয়া নভদীপ সাইনি র‍্যাংকিং''য়ে ১৪৬ ধাপ এগিয়ে ঢুকে গেলেন প্রথম একশোয়। নয়া প্রকাশিত র‍্যাংকিং''য়ে ৯৮তম স্থানে তিনি।শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজে ৫ উইকেট নেওয়া আরেক ফাস্ট বোলার শার্দুল ঠাকুর ফিরে পেলেন তাঁর পুরনো র‍্যাংকিং। সাইনির চেয়ে ছয় ধাপ এগিয়ে ৯২ স্থানে তিনি। চোট সারিয়ে চার মাস পর জাতীয় দলে কামব্যাক করা জসপ্রীত বুমরাহ এগোলেন আট ধাপ। সিরিজ হারলেও শ্রীলঙ্কার নিরিখেও উল্লেখযোগ্য হয়ে রইল নয়া প্রকাশিত র‍্যাংকিং। সিরিজের দু''টি ম্যাচে ৭৪ রান সংগ্রহ করা ব্যাটসম্যান ধনঞ্জয় ডি''সিলভা ৭২ ধাপ এগিয়ে উঠে এলেন ১১৫তম স্থানে। ৩ উইকেট নেওয়া লঙ্কান স্পিনার লক্ষণ সান্দাকোন ১০ ধাপ এগিয়ে উঠে এলেন ২৯তম স্থানে।সিরিজ জয়ের সুবাদে দু''পয়েন্ট সংগ্রহ করলেও দলগত র‍্যাংকিং''য়ে ভারত রইল ৫ নম্বরেই।

বিরাটের পাশাপাশি এবার ক্রিকেটের ময়দানে অনুস্কাও, তবে কি অভিনয় জীবনের ইতি টানলেন ?

কি শিরোনাম নামে অবাক হয়ে যাচ্ছেন তো? প্রথমেই বলি অবাক হবার কিছুই নেই, যা ঘটবে পুরোটাই রিলে। অর্থাত ক্রিকেটার হিসেবে নয়। মূলত ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের কিংবদন্তি বোলার ঝুলন গোস্বামীর বায়োপিকে অভিনয়ের জন্য ক্রিকেট মাঠে নামবেন আনুশকা। এ বায়োপিকের শ্যুটিং শুরু হওয়ার কথা আজকে থেকেই। কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেনসে হবে এই সিনেমার শ্যুটিং। প্রথম পর্বের শ্যুটিং পুরোটাই হবে ইডেনে। মাঠের বাইশ গজে আনুশকার বোলিং করার দৃশ্য শ্যুটিং করা হবে। এছাড়া ইডেনের ড্রেসিংরুমেও শ্যুটিং করবেন অনুষ্কা।আজ (শনিবার) ফ্লাডলাইটের নিচেও শ্যুটিং করার কথা রয়েছে। যা চলবে মাঝরাত পর্যন্ত। এই একদিনের শ্যুটিং পর্ব সেরে মুম্বাই ফিরে যাবেন আনুশকা। এই বায়োপিক শ্যুটিংয়ের সময় আনুশকার সঙ্গে হাজির থাকতে পারেন ঝুলন গোস্বামী নিজেও। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার ঝুলনের সঙ্গে কথা হয়েছে আনুশকার। এই বায়োপিক করার পরিকল্পনা মূলত প্রায় তিন বছর আগের। তখন পরিচালক সুশান্ত ঘোষণা দিয়েছিলেন, ''চাকদহ এক্সপ্রেস'' নামে করবেন ঝুলনের বায়োপিক। নানাবিদ কারণে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

পরে এই বায়োপিকের সঙ্গে মুম্বাইয়ের নামি প্রযোজক সংস্থা যুক্ত হলে পুনরায় শুরু করা হচ্ছে এর কাজ।ভারতের হয়ে প্রায় ১৭ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন ঝুলন। ২০০২ সালের জানুয়ারিতে ক্যারিয়ার শুরু করা ঝুলন ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন গত বছরের নভেম্বরে। মাঝের সময়ে দেশের হয়ে ১০ টেস্টে ৪০ উইকেট, ১৮২ ওয়ানডেতে ২২৫ উইকেট ও ৬৮ টি-টোয়েন্টিতে ৫৬ উইকেট নিয়েছেন ঝুলন। অন্যদিকে, কোহলির সঙ্গে সংসার শুরুর পর এক-আধটু বুঝতে শুরু করেছেন ক্রিকেট। প্রায় নিয়মিতই উপস্থিত হন ভারতের খেলার সময়। ভারতের জয়-পরাজয়ে আনন্দ-বেদনা ফুঁটে ওঠে আনুশকার চোখে মুখে।

তিন ফরম্যাটেই বিশ্বের এক নম্বর বিরাট

বিরাট কোহলি যে তিন ফর্ম্যাটেই বিশ্বের একনম্বর ব্যাটসম্যান, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বাটের শাসনে রাজমুকুট মাথায় পড়েছেন অনেকদিন হল। বিশ্বের বাকি বোলারদের কাছে ত্রাস তিনি। স্টিভ স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন, জো রুটরা তাঁকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেললেও ভিকে ব্যাট হাতে কার্যত অপ্রতিরোধ্য।তবে অধিনায়ক হিসেবেও যে তিনি সুগন্ধ ছড়াতে পারেন, তা জানত না অনেকেই। শুধু জয় কিংবা রেকর্ডের ভিত্তিতে নয়, বিরাট কোহলি পুণেতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে দেখিয়ে দিলেন এভাবেও নেতা হওয়া যায়! বরাবরই তিনি তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামেন। যেমন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মহাতারকারা স্টিভ স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন, জো রুটরা নেমে থাকেন আর কী!ক্রিকেট খেলতে এবার ইডেনে অনুষ্কা! বিরাট-বান্ধবী চমকে দিলেন শহরকেতবে তরুণ ক্রিকেটারদের মেলে ধরার জন্য পুণে টি২০-তে কোহলিকে দেখা গেল নিজের ব্যাটিং পজিশন স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিতে। যাতে স্যামসনদের মতো তারকারা আরও ভাল খেলার সুযোগ পান। এমনিতে সঞ্জু স্যামসন টি২০ স্কোয়াডে শেষ ৮টি ম্যাচে থাকলেও প্রথম একাদশে একদমই সুযোগ পাননা। শেষবার ২০১৫ সালে জাতীয় দলের জার্সিতে টি২০ খেলেছিলেন। তারপর পাঁচ বছর পরে পুণেতে সুযোগ পেলেন।ষভ পন্থ সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অটোমেটিক চয়েস। তবে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। এই নিয়ে বারেবারেই সমালোচিত হয়েছেন তিনি। তবে বারেবারেই নির্বাচকরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিরাট যদিও ঋষভকে বাইরে রেখে পুণেতে প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন। ঋষভের জায়গায় সঞ্জুকে সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি।বিরিয়ানির জন্য যুদ্ধ! জানেন কী ভারতীয় ক্রিকেটাররা চেটেপুটে কী খানওপেনিং জুটিতেই ধাওয়ান-রাহুল মিলে ৯৭ তুলে দিয়েছিলেন স্কোরবোর্ডে। তখন ইতিমধ্যেই অর্ধেক ওভার অতিক্রান্ত। সুযোগ পেয়ে সঞ্জু বাট করার হয়তো সুযোগ পাবে না, এমন আশঙ্কা থেকেই তরুণ ক্রিকেটারকে জায়গা দিয়ে দেন কোহলি। বাট করতে নামেন কেরালার তারকা। কোহলি পরে নামেন।অধিনায়ক এমন বেনজিরভাবে সুযোগ করে দিলেও স্যামসন নজর কাড়তে ব্যর্থ। ২ বল খেলে ৬ রানে আউট হয়ে যান তিনি। প্রথম বলেই ছক্কা হাকিয়ে পরের বলেই আউট।কোহলির এমন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে ইরফান পাঠান প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কোহলির উদ্দেশ্যে পাঠান লিখেছেন, ''ক্যাপ্টেন হওয়া আর নেতা হওয়া- দুটো পৃথক বিষয়। বিরাট কোহলি এমন একজন যিনি দলের তরুণ ক্রিকেটারদের প্রমোট করেন দল গঠনের জন্য।''

ব্যাঙ্কিংয়ের উন্নতি করলেন বিরাট-ধাওয়ান জায়গা ধরে রাখলেন রাহুল

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে ব্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করলেন বিরাট কোহলি।একধাপ উপরে উঠে আইসিসি টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের তালিকায় বিরাট এখন ৯ নম্বরে। অন্যদিকে ভারতীয় ওপেনার শিখর ধাওয়ানও টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের ক্রমতালিকায় ১ ধাপ উপরে উঠেছেন। ১৬ থেকে ১৫ নম্বরে এলেন ধাওয়ান।শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের ডানহাতি ওপেনার লোকেশ রাহুল ব্যাঙ্কিংয়ে জায়গা ধরে রেখেছেন। রেটিংয়ে ২৬ পয়েন্ট বাড়িয়ে নিয়ে এই মুহূর্তে ৭৬০ পয়েন্টে রাহুল। ক্রমতালিকায় অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের পরে ছয় নম্বরে রয়েছেন। এটাই এই মুহূর্তে টি-টোয়েন্টি ক্রমতালিকায় ভারতের কোনও ব্যাটসম্যানের সেরা ব্যাঙ্কিং।একনজরে টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের ব্যাঙ্কিংয়ে কে কোথায়১) বাবর আজম২) অ্যারন ফিঞ্চ৩) ডাওউড মালান৪) কলিন মুনরো৫) গ্লেন ম্যাক্সওয়েল৬) লোকেশ রাহুল৭) এভিন লিউস৮)হাজরাতুল্লাহ জাজাই৯) বিরাট কোহলি১০) ইয়ন মর্গ্যানপ্রসঙ্গত টি-টোয়েন্টি ২০১৯ সালের ফর্ম ধরে রেখে ২০২০ সাল শুরু করেছেন রাহুল। বর্ষশেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২টি হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন।এবার নতুন বছরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই ম্যাচে একটি হাফ সেঞ্চুরি (৫৪) ও একটি ৪৫ রানের ইনিংস খেললেন ডানহাতি ওপেনার। টি-টোয়েন্টি বিশ্ব ব্যাঙ্কিংতে রাহুলই ভারতীয় মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে ৬ নম্বরে রয়েছেন।

বেশি ছক্কা মারার রেকর্ড

সবার থেকে বেশি। ম্যাক্সওয়েল মেরেছেন ৯টি ছক্কা। এদিকে ক্রিস লিনকে এভাবে এগিয়ে আসা দেখে আর পিছিয়ে থাকতে পারলেন না স্পিনার ফাওয়াদ আহমেদ। তিনি জানিয়ছেন, 'প্রতিটি উইকেট ও ছক্কার জন্য তিনিও ২৫০ ডলার করে দান করবেন'। পার্থ স্কচার্সের হয়ে ফাওয়াদ এখনও পর্যন্ত ৭টি উইকেট নিয়েছেন, আর ছক্কার সংখ্যা ২।এখানেই থামেনি। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, সিডনিতে আগামী ১৩ ও ১৫ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের দু''টি ওয়ানডে ম্যাচে তহবিল সংগ্রহ করা হবে। এই টাকা অস্ট্রেলিয়ান রেড ক্রস ডিজেস্টার রিলিফ অ্যান্ড রিকোভারি ফান্ডে দেওয়া হবে।সিডনিতে শুক্রবার শুরু হয়েছে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় টেস্ট।

দ্রাবিড়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক এবং ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম একজন সেরা ব্যাটসম্যান রাহুল দ্রাবিড়ের আজ ৪৭তম জন্মদিন।সকাল সকাল শুভেচ্ছা বার্তা জ্ঞাপন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মজার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আরেক উজ্জ্বল ক্রিকেটার বীরেন্দ্র সহবাগ।সহবাগ লিখছেন, 'আমি ভাবতাম পেষাই করা একমাত্র রান্নাঘরে থাকা মিক্সার গ্রাইন্ডারেই ঘটে। কিন্তু দ্রাবিড় শিখিয়েছে যে, পেষাই ক্রিকেট পিচেও হতে পারে। ''দ্য ওয়াল'' সঙ্গে থাকলে এটা সম্ভব। হ্যাপি বার্থডে রাহুল দ্রাবিড়।

'তাঁর এই মজার শুভেচ্ছা নজর কেড়েছে নেট দুনিয়ায়।রাহুল দ্রাবিড় শুধু দেশীয় ক্রিকেট দলই নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্ষেত্রও সমানতালে চাষ করেছেন তিনি।খেলার জীবনে ভারতের জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন সুদীর্ঘ ১৬ বছর। ঐতিহাসিক লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মাত্র ২৩ বছর বয়সে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল প্রতিভাবান ক্রিকেটার রাহুল দ্রাবিড়ের।

সম্পূর্ণ ক্যারিয়ারজুড়েই লর্ডসের সেই আভিজাত্য বজায় রেখেছেন ইতিহাসের অন্যতম ধৈর্য্যশীল, সহনশীল এই ব্যাটসম্যান।দীর্ঘ ১৬ বছরের ক্যারিয়ারে শেষ ম্যাচটি তিনি খেলেছেন ২০১২ সালে অ্যাডিলেইড ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। সে ম্যাচের দুই ইনিংসে রাহুলের সংগ্রহ ছিলো ১ ও ২৫ রান। ভারত হেরেছিল ২৯৮ রানের বড় ব্যবধানে।গোটা ক্রিকেটীয় কেরিয়ারে প্রায় ৪৫ হাজার ঘণ্টা উইকেটে কাটিয়েছেন তিনি। শুধুমাত্র এজন্যেই তাঁকে ''দ্য ওয়াল'' নামে সম্বোধন করা হতো।

ডাকা হতো ''দ্য ওয়াল'' নামে। এছাড়া টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ফিল্ডার হিসেবে ধরেছেন ২০০টি ক্যাচ।সর্বোপরি দ্রাবিড়ের ঝুলিতে ছিল ১৬৪ টেস্টে ১৩২৮৮ রান, ৩৪৪ ওয়ানডেতে ১০৮৮৯ রান এবং একমাত্র টি-টোয়েন্টিতে ৩১ রান।

পাজরে চোট অ্যান্ডারসনের, দক্ষিন আফ্রিকা সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন তিনি

পাঁজরের চোটে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের শেষ দুটি টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন ইংল্যান্ড পেসার জেমস অ্যান্ডারসন।

কেপটাউনে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে জয়ের দিন চোটগ্রস্ত হলেন তিনি। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের শেষ দিনেই সমস্যার মুখে পড়েন পেসার।এমআরআই স্ক্যান করানোর পর তার চোটের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। ফলে চলতি সফরে আর খেলতে পারবেন না তিনি। প্রসঙ্গত শেষ অ্যাশেজ সিরিজে কাফ ইনজুরির ফলে খেলা হয়নি ৩৭ বছর বয়সী এই বোলারের। মাঠে ফিরে মাত্র দুটি টেস্ট খেলেই ফের চোটগ্রস্ত হলেন। ১৮৯ রানে ইংল্যান্ডকে জয়ী করে সিরিজে সমতা ফেরানোর ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

নয়া নজির রশিদ খানের

অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া বিগ ব্যাশ লিগ মিলিয়ে আফগানিস্তানের স্পিনার রশিদ খান টি-২০তে তিনটি হ্যাটট্রিক করে ফেলেছেন। তিনটি হ্যাটট্রিক করে রশিদ নিজের নাম লিখিয়ে ফেললেন রেকর্ড বইয়ে।বিগ ব্যাশে অ্যাডিলেড স্টাইকার্সের হয়ে সিডনি সিক্সার্সের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়লেন রশিদ। এবার রশিদের হ্যাটট্রিকের শিকার জেমস ভিন্স, জ্যাক এডওয়ার্ডস ও জর্ডান সিল্ক। প্রসঙ্গত রশিদের প্রথম হ্যাটট্রিক ছিল বিগ ব্যাশে অ্যাডিলেড স্টাইকার্সের হয়ে সিডনি সিক্সার্সের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়লেন রশিদ। এবার রশিদের হ্যাটট্রিকের শিকার জেমস ভিন্স, জ্যাক এডওয়ার্ডস ও জর্ডান সিল্ক। প্রসঙ্গত রশিদের প্রথম হ্যাটট্রিক ছিল ২০১৭ সিপিএলে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে জ্যামাইকা তালাওয়াসের বিপক্ষে। রশিদের ২য় হ্যাটট্রিক গত ফেব্রুয়ারিতে, আফগানিস্তান জাতীয় দলের হয়ে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। উল্লেখ্যক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট অর্থাত টি-২০ তে ৩টি হ্যাটট্রিক আছে আরও তিন বোলারের। এনারা হলেন ভারতের অমিত মিশ্র, অস্ট্রেলিয়ার অ্যান্ড্রু টাই ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের আন্দ্রে রাসেল। প্রথম বোলার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে তিনটি হ্যাটট্রিকের কীর্তি প্রথম গড়েছিলেন অমিত মিশ্র। ভারতীয় লেগ স্পিনারের তিনটি হ্যাটট্রিকই আইপিএলের ২০০৮, ২০১১ ও ২০১৩ আসরে।

তীর্থমুখ পৌষ সংক্রান্তি মেলা-২০২০
তীর্থমুখ (ডম্বুর), করবুক, গোমতী জেলা, ত্রিপুরা

আমন্ত্রণ পত্র

মহোদয় / মহোদয়া,
আগামী ১৪ ও ১৫ই জানুয়ারি, ২০২০ রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী পৌষ সংক্রান্তি মেলা রাইমা সরমা নদীর পূণ্য সঙ্গম স্থান তীর্থমুখে অনুষ্ঠিত হবে ।
এই মাঙ্গলিক মেলার শুভ উদ্বোধন হবে ১৪ই জানুয়ারি, বিকাল ৪টায়।
উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়
এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত থাকবেন -
প্রধান অতিথি : শ্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী, ত্রিপুরা
সম্মানীয় অতিথি: শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মাননীয় কৃষি, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী, ত্রিপুরা
শ্রী রেবতী মোহন ত্রিপুরা, মাননীয় সাংসদ, লোকসভা
বিশেষ অতিথি : শ্রী সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া, মাননীয় বিধায়ক
শ্রী রঞ্জিত দাস, মাননীয় বিধায়ক
শ্রী বুর্বা মোহন ত্রিপুরা, মাননীয় বিধায়ক
শ্রী শংকর রায়, মাননীয় বিধায়ক
সভাপতি : শ্রী অসীম কুমার ত্রিপুরা, মাননীয় চেয়ারম্যান, করবুক বি এ সি

এই মহতী অনুষ্ঠানে আপনার সানুরাগ উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি ।

এল ডার্লং
মহকুমা শাসক, করবুক।

INVITATION

Sir/Madam,
On the occasion of Poush Sankranti Mela, Tirthamukh, one of the most prestigious festivals of Tripura is scheduled to be held on 14-15 January, 2020 at the source of the river Gomati. Inaugural ceremony will be held on 14 January, 2020 at 4.00 P.M. in the premises of Dumbur Hydro Power Project.

Inaugural Ceremony
Inaugurator : Sri Biplab Kumar Deb
Hon'ble Chief Minister, Tripura
Chief Guest : Sri Mevar Kumar Jamatia
Hon'ble Tribal Welfare Minister, Tripura
Guest of Honour : Sri Pranajit Singha Roy
Hon'ble Agri, Transport & Tourism Minister, Tripura
Sri Rebati Mohan Tripura
Hon'ble Member of Parliament, Lok Sabha
Special Guest : Sri Sindhu Chandra Jamatia, Hon'ble MLA
Sri Ranjit Das, Hon'ble MLA
Sri Burba Mohan Tripura, Hon'ble MLA
Sri Sankar Roy, Hon'ble MLA
President : Sri Ashim Kumar Tripura
Hon'ble Chairman, Karbook BAC

All are cordially invited

L. Darlong
Sub Divisional Magistrate, Karbook

ICA/D-1539/2019-20

উদয়পুরে নিশিকুটুম্বের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ জানুয়ারি ।। রাধাকিশোরপুর থানাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দুষ্কৃতিকারীরা উদয়পুর শহরের আনাচে কানাচে দিবারাত্র চুরি করে জনগণকে সর্বনাশ করছে। নিশিকুটুম্ব কাউকেই এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। প্রতিদিন উদয়পুর গড়ে ৪ থেকে ৫টি চুরির ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। গোমতী জেলা হাসপাতালের সরকারি চিকিৎসক আবাসনে দুষ্কৃতিরা চুরি করে নিয়ে যায় একটি মোটর সাইকেল। চিকিৎসক তার আবাসনে রাখা টিআর০১-একে৬১২২ নম্বরের ডক্টর রাজা জমাতিয়া মোটর বাইকটি চুরি হয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানায়, চুরি হয়ে যাওয়ার লিখিত অভিযোগ করে। পুলিশ লিখিত অভিযোগপত্র পেয়ে ঘটনার তদন্ত করতে চিকিৎসকের আবাসনে গিয়ে ঘটনার স্থান পরিদর্শন করে। প্রসঙ্গত কয়েকদিন আগে এই সরকারি আবাসনের অন্য আরেকজন চিকিৎসক ডক্টর দেববর্মা রাতিরকালীন আবাসনে অনুপস্থিতিতে দুষ্কৃতিকারী নগদ টাকা সমেত বেশকিছু জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। সেই ঘটনার রেশ অর্থাৎ পুলিশ কোনো সুরাহা না করার আগেই আবার চুরির ঘটনা ঘটে।

ভগ্ন দশায় সিমনার মূল সড়কটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ।। বহু পুরোনো ভগ্ন দশায় পড়ে থাকা সিমনার মূল সড়কটি নতুনভাবে তৈরির কাজে প্রশাসন হাত লাগালেও কাজের মান নিয়ে উঠেছে নানান প্রশ্ন। খোয়াই চৌমুহনি থেকে শুরু করে সিমনার শেষপ্রান্ত অবধি মূল সড়কটির উপর কার্পেটিং করার কাজ চলছে। কার্পেটিং করার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরই রাস্তা থেকে উঠে আসছে পিচের আস্তর। সিমনার সিধাই এলাকার লোকরা একত্রিত হয়ে নিম্নমানের কাজের কিছু নমুনা তুলে ধরেন সংবাদ মাধ্যমের সামনে। পাশাপাশি স্থানীয়রা আরও অভিযোগ করেন, সরকার কোটি কোটি টাকার বরাদ্দ দিলেও ঠিকাদার ও ইঞ্জিনিয়ারবাবুরা কাজের স্থলে না এসে না পরিদর্শন করে বিল হাতিয়ে পকেট ভর্তির নির্দ্রায় আচ্ছন্ন। যার ফলে রাস্তার কাজ চলছে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। যা দেখে ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয় লোকজনরা। দাবি উঠেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত যেন অতিসত্ত্বর এ বিষয়টিতে নজর দেন।

এটিএম হ্যাকারদের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ।। এটিএম হ্যাক করে রাজ্যের বিভিন্ন এটিএম থেকে গ্রাহকদের টাকা তুলে আত্মসাৎ করার দায়ে এক তুর্কি নাগরিক সহ দুই বাংলাদেশিকে রাজ্যে এনে আদালতে সোপার্দ করলে আদালত পুলিশ রিমাণ্ড মঞ্জুর করে। রিমাণ্ডে জোর জিজ্ঞাসাবাদে তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শনিবার রাজধানী আগরতলা শানখলায় একটি নালাতে সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি একটি ব্যাগ পাওয়া আর কিছু সামগ্রী উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও তদন্তের স্বার্থে এ ব্যাপারে মুখ খুলতে অপারকতা স্বীকার করেছেন সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিএসপি দীপঙ্কর পাল।

শনিবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এস সি ডিপার্টমেন্ট উদ্যোগে আগরতলায় এক বিক্ষোভ র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

সর্বভারতীয় এসইসি কনভেনশান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি ।। অল ইন্ডিয়া সেইভ অ্যাডুকেশান কমিটির ত্রিপুরা ইউনিটের পক্ষ থেকে খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ এর প্রতিবাদে এবং ১ম শ্রেণি থেকে পাশ ফেল চালুর দাবিতে আগরতলা যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি হলে এক শিক্ষা কনভেনশান অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমিটির ত্রিপুরা ইউনিটের কনভেনার সুভাষ কান্তি দাস জানান, কেন্দ্রে নতুন সরকার আসার পর দেশের জাতীয় শিক্ষা নীতির যে খসড়া তৈরি করে পার্লামেন্টে পেশ করতে যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। ধর্মের ভিত্তিতে এই খসড়া তৈরি করা হয়েছে। এতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বেসরকারি করণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে দেশের সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ শিক্ষার অঙ্গন থেকে বঞ্চিত হবে। এর বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া সেইভ অ্যাডুকেশান কমিটি জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলবে।

বিশালগড়ে দোকান ভেঙে চুরির চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ জানুয়ারি।। বিশালগড় শহরে এক হার্ডওয়ার দোকানের ক্যাশ ভেঙে চুরির চেষ্টা করে এই চোর চোরেরা। শনিবার বিকেলে বিশালগড় থানা থেকে অনতি দূরে এই ঘটনা। এই ঘটনায় টুটন বর্মন নামে এক চোরকে আটক করা হয়েছে। জানা গেছে, বিশালগড় বাজারের জয়রাম হার্ডওয়ারের মালিক নেপাল দত্ত কোন এক কাজে দোকান ছেড়ে পাশের একটি দোকানে গিয়েছিল। সেই সময় এই চোর দোকানে প্রবেশ করে ক্যাশবাক্স টানাটানি করছিল। আর এমন সময়ই দোকানের মালিক নেপাল দত্ত দোকানে এসে হাজির হন। মালিক দোকানে এসে দেখতে পান চোর টুটন ক্যাশবাক্স ধরে টানাটানি করছে। কিন্তু ক্যাশে তালা থাকায় টাকা পয়সা নিতে পারেনি। দোকান মালিকই প্রথমে হাতেনাথে ধরেন এই চোরকে। ছুটে আসে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা । বেঁধে উত্তম মাধ্যম দেয় চোরকে। দোকানে সিসি ক্যামেরাতেও এই দৃশ্য ধরা পড়েছে। খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ। জানা গেছে ধৃত চোরের বাড়ি মেলাঘরের পুরানবাড়িতে। বর্তমানে এই চোর বিশালগড় থানার হেপাজতে রয়েছে।

বাইক পার্কিংকে কেন্দ্র করে লঙ্কা কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ জানুয়ারি।। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের রাখা মোটর বাইকগুলি জনৈক ব্যাক্তি ফেলে দেয়। এনিয়ে ব্যাঙ্কের সামনে লঙ্কা কাণ্ড, মুহুর্তের মধ্যে জড়ো হয় মানুষজন। ছুটে আসে ঘটনাস্থলে ট্রাফিক পুলিশ। মোবাইল ফোনে খবর দেওয়া হয় সাংবাদিককে। এবার সাংবাদিক ঘটনার ফুটেজ ও ব্যাঙ্ক কর্মীর বক্তব্য নিয়ে ফেরার পথেই জনৈক ব্যাঙ্ক কর্মী সাংবাদিককে অনুরোধ করেন সংবাদটি না করার জন্য এবং ফুটেজ ডিলিট করার জন্য। ঘটনা তেলিয়ামুড়া বাজারের এবং জাতীয় সড়কের পাশেই উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক তেলিয়ামুড়া শাখা। এই শাখা অফিসের কর্মচারীরা রাস্তার উপরে মোটর বাইক রেখে অফিসে বসে কাজ করেন নিত্যদিন। শুক্রবারও একই অবস্থা ছিল। বাজার থেকে চৈতন্য আশ্রম যাওয়ার রাস্তায় এক ব্যক্তি গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে দাঁড় করানো অবস্থায় রাস্তায় রাখা মোটর বাইকগুলির জন্য গাড়িটি যাচ্ছিল না। তখন ব্যক্তিটি কয়েকটি মোটরবাইক ফেলে দেয় বলে অভিযোগ করে জানান উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক তেলিয়ামুড়া শাখার এক কর্মী। ঘটনাটির তদন্ত করার জন্য যথারীতি ট্রাফিক পুলিশও আসে ঘটনাস্থলে। পুলিশ আসতেই এই ব্যাঙ্ক কর্মীদের মধ্যে ফিসফিসানী শুরু হয়ে যায়। পরে জনৈক ব্যাঙ্ক কর্মী সাংবাদিককে অনুরোধ করেন ভিডিও যেন ডিলিট করে দেয়।

মহারাষ্ট্রে গোডাউনে ভয়াবহ আগুন, হতাহতের খবর নেই

মুম্বই, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড মহারাষ্ট্রে। শুক্রবার গভীর রাতে ভয়াবহ আগুন লাগে মহারাষ্ট্রের ওয়াদি বুন্দেরের একটি গোডাউনেউ আগুন লাগে গভীর রাত ১.১৫ মিনিট নাগাদউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনউ আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লেও, দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছেউ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে শনিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদউ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, শুক্রবার গভীর রাত ১.১৫ মিনিট নাগাদ পি ডি'মেল্লো রোডের বাইলেনে অবস্থিত একটি গোডাউনে আগুন লাগেউ স্থানীয় বাসিন্দাদের তততরায় খবর দেওয়া হয় দমকলেউ আগুন নেভাতে তততণাত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনউ দমকল কর্মীদের প্রায় এক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ আগুন লাগার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

চিত্রার্পিত আর্ট ফেস্ট ২.০ আগামী ১৫-১৬ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। সাংস্কৃতি সংসদ এবং চিত্রার্পিত আর্ট ফেস্ট ২.০ এর যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি রাজধানী আগরতলা সংলগ্ন নোয়াবাদীতে পৌষ আলপনা প্রতিযোগিতা, পিঠাপুলি প্রতিযোগীতা ও প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাব এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংস্কৃতি সংসদের সম্পাদক দেবাশিস আধিকারী একথা জানান। তিনি বলেন ১৫ই জানুয়ারি ২০২০ইং এলাকার গেরস্থদের উঠানে প্রথাগত পদ্ধতিতে আঁকা আল্পনাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং ১৬ই জানুয়ারি বিকেল ৪টা থেকে শুরু হবে পিঠা পুলি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ভুলবশত ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতেই ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের বিমান, মেনে নিল ইরান

তেহরান, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): 'ভুলবশত' ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতেই ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের যাত্রীবাহী বিমান। শনিবার তা মেনে নিল ইরানউ ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রৌহানি জানিয়েছেন, সশস্ত্র বাহিনীর আভ্যন্তরীণ তদন্তের পর জানা গিয়েছে, মানবিক ত্রুটির কারণেই ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের বিমান। বিমান ভেঙে মৃত্যু হয়েছিল ১৭৬ জনের। বিয়োগান্তক এবং ক্ষমাহীন এই বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত চলছেউ ইরান স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যই ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের বিমান।

গত ৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার ইরানের রাজধানী তেহরানের ইমাম খোমেইনি বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের একটি বিমান (বোয়িং ৭৩৭)। ওই বিমানটিতে ৯ জন ক্রু মেম্বার এবং ১৬৭ জন যাত্রী-সহ মোট ১৭৬ জন ছিলেন। টেক-অফের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়েছিলউ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ১৭৬ জনই। তাঁদের মধ্যে ৬৩ জন কানাডার নাগরিক। ওই বিমানে ইরানের ৮২ জন নাগরিক ছিলেন, ১০ জন সুইস, ৪ জন যাত্রী ছিলেন আফগানিস্তানের, ৩ জন ব্রিটিশ এবং ৩ জন জার্মান নাগরিক ছিলেন।

দুর্ঘটনার পর থেকেই 'ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত' তত্ত্বটি জোরালো হচ্ছিলউ কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো দাবি করেছিলেন, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতেই ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের বিমানটি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও দাবি করেছিলেন, একাধিক গোয়েন্দা সূত্রে এমনই তত্ত্ব উঠে আসছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট

ছয়ের পাতায় দেখুন

কাকড়াবন অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ জানুয়ারি।। গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার কাকড়াবন অগ্নিনির্বাপক দপ্তর বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। ঠিক এমনই এক চিত্র ধরা পড়ল কাকড়াবন আর ডি ব্লকের অন্তর্গত কাকড়াবন ফায়ার সার্ভিসের । এই দুর্দশা নজরে পড়লেও দপ্তরের তরফ থেকে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। কাকড়াবনের জনগণ রাস্তার পাশে থাকা বিভিন্ন পুকুর থেকে জল নিয়ে ফায়ার সার্ভিসের গাড়িতে জল ভর্তি করা হয় প্রায়ই। জল ভর্তি করতে গিয়ে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় দমকল কর্মীদের। বিভিন্ন সমস্যার কথা দপ্তর কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। দপ্তর সঠিকভাবে খোঁজখবর রাখলে এ ধরনের দুর্দশা সম্মুখীন হতে হতো না।

মোহনভোগ ব্লকে গ্রাম স্বরাজ অভিযান ২০২০-এর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়ণ করতে হবে। দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আজ সোনামুড়া মহকুমার মোহনভোগ ব্লক প্রাঙ্গণে গ্রাম স্বরাজ অভিযান ২০২০-এর উদ্বোধন করে মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, মোহনভোগ বি এ সি-র চেয়ারম্যান বাসল্য কুমার নোয়াতিয়া, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ, সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক সুবত মজমদার, মোহনভোগ ব্লকের বিডিও নারায়ণ চন্দ্র মজমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেববত ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া, সভাপতিত্ব করেন মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীবাস ভৌমিক।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট দিশা নিয়ে কাজ করছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমী জনআরোগ্য যোজনা, প্রধানমী সুরক্ষা যোজনা, প্রধানমী আবাস যোজনা প্রভৃতি প্রকল্পগুলি সঠিক সময়ে রূপায়ণ করতে হবে। মুখ্যমী বলেন, রাজ্য সরকার গুণগত শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পসারণে কাজ করছে। আগামীদিনে যাতে রাজ্যের যুবক-যুবতীরা যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পেতে পারে তার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অনেক উন্নতি হয়েছে। মহিলাদের উপর নির্যাতনের হার কমেছে। গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য রাজ্য সরকার ১৩টি পুরস্কার পেয়েছে। মুখ্যমী বলেন, বিভিন্ন দপ্তর এবং জনগণ একসাথে কাজ করছে এবং রাজ্য সরকার তার সুফলও পাচ্ছে। তিনি রাজ্যে শান্তি ও সম্পীতি আরও সুদৃঢ় করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তাতে সব অংশের মানুষকে সামিল হতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সব অংশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি আহ্বান জানান। তিনি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কেও জনগণকে অবহিত করেন। উল্লেখ্য, গ্রাম স্বরাজ অভিযান উপলক্ষে মোহনভোগ ব্লক এলাকায় একমাসব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিলো। তাতে এই ব্লকের ৫,৬৬৭ জন নাগরিককে ১১ ধরনের সরকারি প্রকল্পের অন্তর্ভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হলো প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা (আয়ুমান ভারত), প্রধানমী উজ্জলা যোজনা (পি এম ইউ ওয়াই), প্রধানমী সুরক্ষা বিমা যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ, প্রধানমী আবাস যোজনা-গ্রামীণ, রেশন কার্ড, প্রাইম মিনিস্টার্স এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম এবং স্বাবলম্বন, প্রধানমী শ্রমযোগী মানধন, নির্মাণ শ্রমিক, প্রধানমী কৌশল বিকাশ যোজনা, প্রধানমী কৃষি সম্মাননিধি যোজনা। অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেব সুবিধাভোগী আনোয়ারা বেগমের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে উজ্জলা যোজনায় রান্নার গ্যাসের সিলিণ্ডার চুল্লি ইত্যাদি প্রদান করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে ২৪টি প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস-এ চারটি স্বর্ণপদক জয় ত্রিপুরার প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্ত

তৃতীয় পদক পেল অসমের উপাসা তালুকদার

গুয়াহাটি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.)।। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস-এ চার-চারটি স্বর্ণপদক লাভ করে ইতিহাস রচনা করেছে ত্রিপুরার প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্ত। এর সঙ্গে তৃতীয় পদক ছিনিয়ে নিয়েছে অসমের উপাসা তালুকদার। অলরাউন্ড এবং রোপে ব্রঞ্জপদকপ্রাপ্ত উপাসা বল ইভেন্টে রৌপ্যপদক অর্জন করেছে।

গতকাল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজুর হাতে এবং প্রখ্যাত গায়ক শংকর মহাদেবনের সংগীতের মধ্য দিয়ে গুয়াহাটিতে শুরু হয়েছে জাতীয় স্তরের তৃতীয় খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তর-ত্রিপুরার অন্যতম ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার মণ্টু দেবনাথ, কল্পনা দেবনাথ এবং দীপা কর্মকার ইতিমধ্যে অর্জুন পুরস্কার লাভ করেছেন। বলা হয়, জিনমাস্টিকের ভারতীয় মক্কা ত্রিপুরা। খেলো ইন্ডিয়ার মাধ্যমে চারটি সোনার পদক পেয়ে ত্রিপুরার নাম এবার উজ্জ্বল করেছে আগরতলা-কন্যা প্রতিভাসম্পন্ন প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্ত। মণ্টু, কল্পনা এবং দীপাকে অনুসরণ করেই ২০২৪-এর অলিম্পিকে পদক লাভের স্বপ্ন দেখছে প্রিয়াঙ্কা। অলিম্পিকের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে প্রতিদিন কম করে প্রায় সাত ঘণ্টা অনুশীলন করে, জানিয়েছে প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্ত।

এদিকে খেলো ইন্ডিয়ায় ১৭ বছর অনূর্ধরে অলরাউন্ড রোপ এবং বলে তৃতীয় পদক লাভ করায় অসমের জিনমাস্ট উপাসা তালুকদারের গুণগানে মেতেছে রাজ্যবাসী। ২০১৫ সালে জিনমাস্টিকের আর্টিস্টিক এবং ২০১৬ সালে রেডিমিক খেলা শুরু করেছিল গুয়াহাটির উপাসা। দাদা বেডমিন্টন খেলেন। দাদার খেলা দেখতে নিষমিত স্থানীয় নেহরু স্টেডিয়ামে আসত। সে থেকে জিনমাস্টিকের প্রেমে পড়ে উপাসা তালুকদার। গুয়াহাটির মহর্ষি বিদ্যামন্দিরের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী উপাসা তালুকদারের ভবিষ্যত লক্ষ্য অলিম্পিক গেমস। ২০০৭ সালে জন্মজাত উপাসার প্রিয় খেলোয়াড় বেলারুশের আলকিনা।

৪২তম ককবরক ভাষা দিবস পালনে ব্যাপক প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। ১৯ জানুয়ারি ৪২ তম ককবরক ভাষা দিবস পালনে সরকার ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। পূর্বে শুধুমাত্র রাজধানী আগরতলাতেই এই ভাষা দিবস পালন করা হত। এই বার সরকার প্রতিটি মহকুমাতে এই ককবরক ভাষা দিবস উদযাপনে প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানালেন, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। শনিবার এই দিবসটি উদযাপনেন বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষাগুলিও সমৃদ্ধ হলে সংস্কৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন গড়ে উঠতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আগামী ১৯ জানুয়ারি রাজধানী আগরতলা সহ সকল মহকুমাতে সকলের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এই দিবসটি অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের মহকুমা ও জেলাভিত্তিক সভা করে বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হচ্ছে। মূল অনুষ্ঠানটি হবে রাজধানী আগরতলায়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত থাকবেন বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন এদিন একটি

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।